ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-38 ■ 12 November, 2025 ■ আগরতলা ১২ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৫ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## বিহার বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন

# দুই দফায় মোট ভোটের হার ৬৬.৯১ শতাংশ

## প্রথম দফায় ৬৫.০৮ শতাংশ, দ্বিতীয় দফায় ৬৮.৭৬ শতাংশ

**পাটনা, ১১ নভেম্বর ।।** বিহার বিধানসভা নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাজ্যে দুই দফায় মোট ৬৬.৯১ শতাংশ ভোটদানের হার নথিভুক্ত হয়েছে, যা ১৯৫১ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে সর্বোচ্চ। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, পুরুষ ভোটারদের ভোটদানের হার ৬২.৮ শতাংশ, আর মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণ ৭১.৬ শতাংশ, যা বিহারের নির্বাচনী ইতিহাসে সর্বোচ্চ নারী ভোটদান হিসেবে রেকর্ড গড়েছে। এদিকে, প্রথম দফায় ৬৫.০৮ শতাংশ এবং আজ দ্বিতীয় দফায় ৬৮.৭৬ শতাংশ ভোট পড়েছে।

ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সন্দু ও ড. বিবেক জোশি নির্বাচন কমিশনের কন্টোল সেন্টার থেকে ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে ৪৫, ৩৯৯টি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছেন।

দুই দফা নির্বাচনে প্রায় ৮.৫ লক্ষ নির্বাচনকর্মী, ১.৪ লক্ষেরও বেশি পোলিং এজেন্ট এবং ২,৬১৬ প্রার্থী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অংশ নিয়েছেন। এছাড়া ২৪৩ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৩৮ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক ও ৬৭ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক নির্বাচনী কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেছেন। এই বছর প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, বেলজিয়াম ও কলম্বিয়া এই ছয় দেশের ১৬ জন প্রতিনিধি বিহারে এসে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা বিহারের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বিশ্বমানের সংগঠিত, স্বচ্ছ, কার্যকরী ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলে প্রশংসা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের মতে, এই রেকর্ড ভোটহার বিহারের গণতান্ত্রিক পরিপক্বতার প্রতিফলন এবং নারী ভোটারদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার এক ঐতিহাসিক নিদর্শন।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটগ্রহণে রাজ্যজুড়ে ৬৮.৭৬ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে ভারতের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে কাটিহার জেলায়, যেখানে ভোটদানের হার ছিল ৭৮.৩৯ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে কিশানগঞ্জ ৭৭.৯১শতাংশ, পূর্ণিয়া ৭৫.৮৭ শতাংশ এবং সুপৌল ৭২.৪৬ শতাংশ। অন্যদিকে, সবচেয়ে কম ভোটদানের হার নথিভুক্ত হয়েছে নওয়াদা জেলায় ৫৭.৮০ শতাংশ। তার পরেই রয়েছে রোহতাস ৬১.৮১ শতাংশ, মধুবনি ৬৩.২৪ শতাংশ এবং অরবল ৬৩.৮২ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের মতে, সামগ্রিকভাবে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। নারী ও তরুণ ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশ্লেষকদের মতে, এই উচ্চ ভোটহার ইঙ্গিত দিচ্ছেবিহারের জনগণ পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রশ্নে সক্রিয়ভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্বে ব্যাপক ভোটদানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, আজ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটগ্রহণ চলছে। সকল ভোটারের প্রতি আমার অনুরোধ, সক্রিয়ভাবে এই গণতান্ত্রিক উৎসবে অংশ নিন এবং ভোটের একটি নতুন রেকর্ড গড়ুন। প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে রাজ্যের প্রথমবারের ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দেন। তিনি বলেন, আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, আপনারা শুধু নিজেরা ভোট দেবেন না, অন্যদেরও ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করুন।

পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদব মঙ্গলবার মধ্য বিদ্যালয় পূর্ণিয়া কোর্টের ১২৭ নম্বর বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই ভোট দেওয়া উচিত। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বুথ ফেরত সমীক্ষা

## এনডিএ-র বড় জয়ের ইঙ্গিত

**পাটনা, ১১ নভেম্বর ।।** বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই মঙ্গলবার প্রকাশিত বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফলে এনডিএ জোটের (বিজেপি-জেডিইউ) স্পষ্ট অগ্রগামিতা দেখা গেছে। বেশিরভাগ সমীক্ষা অনুযায়ী, ২৪৩ আসনের বিধানসভায় এনডিএ পেতে পারে ১৩৩ থেকে ১৬৭টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১২২টি আসন। অন্যদিকে, মহাগঠবন্ধন (আরজেডি---কংগ্রেস---বাম জোট) পেতে পারে ৭০ থেকে ১০২টি আসন। ভোটবিশ্লেষক প্রশান্ত কিশোরের নতুন দল জন সুরাজ পার্টি (জেএসপি)-এর ফলাফল নিয়ে অনুমান বিভক্ত। বেশিরভাগ সমীক্ষায় দলটিকে ০ থেকে ৫টি আসন পর্যন্ত পাওয়ার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। বুথ ফেরত সমীক্ষার এই পূর্বাভাস প্রকাশ করা হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার পর, যখন ২৪৩ আসনের মধ্যে শেষ দফার ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দ্বিতীয় দফার ভোটে রাজ্যজুড়ে ভোটদানের হার ছিল ৬৭.৪ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক নির্বাচনের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এক্সিট পোল সবসময় চূড়ান্ত ফলাফলের সঙ্গে মেলে না। ফল ঘোষণা হবে আগামী ১৪ নভেম্বর। সকাল ৮টা থেকে রাজ্যের ৩৮টি জেলায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ভোটগণনা শুরু হবে। তাই, সব চোখ এখন ১৪ নভেম্বরের দিকে। সত্যিই কি ফিরছে এনডিএ সরকার? প্রশ্ন জনমনে।

**বিস্তারিত ফলাফল**

**পিপলস পালস :**
এনডিএ: ১৩৩—১৫৯
মহাগঠবন্ধন:
জন সুরাজ পার্টি: ০—৫

**মেটরিজ :**
এনডিএ: ১৪৭—১৬৭
মহাগঠবন্ধন: ৭০—৯০
জন সুরাজ পার্টি: ০

**পিপলস ইনসাইট :**
এনডিএ: ১৩৩—১৪৮
মহাগঠবন্ধন: ৮৭—১০২
জন সুরাজ পার্টি: ০—২

**পি-মার্ক :**
এনডিএ: ১৪২—১৬২
মহাগঠবন্ধন: ৮০—৯৮
জন সুরাজ পার্টি: ১—৪

# কমিউনিস্টদের ক্ষেপিয়ে তোলার রাজনীতি মানুষ পছন্দ করেনা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর ।।** কমিউনিস্ট সরকারের জমানায় চাকরির নামে প্রহসন হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার চাকরি প্রদান সহ সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করছে। রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের গুণগত মানের শিক্ষা প্রদানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আজ গোমতী জেলার কাকড়াবন সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে কাকড়াবন সরকারি ডিগ্রি কলেজের উদ্বোধন ও ডিস্ট্রিক্ট ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (ডায়েট) এর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট গার্লস হোস্টেলের ভার্চুয়াল উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ কাকড়াবন এলাকার মানুষের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ এখানে একটা ইতিহাস ও মাইল ফলক তৈরি হলো। অথচ আগে কি অবস্থা ছিল এখানে? শিক্ষার নামে প্রহসন, যারা কমিউনিস্টদের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে তৎকালীন সময়ে নকশালী নাম দিয়ে সমস্ত স্কুল কলেজে নৈরাজ্য কায়েম করে রেখেছিল। কখন স্কুল কলেজে বোমা পড়বে, কখন কে আহত হবে কেউ জানতো না। এমন অবস্থা ছিল সেসময়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তৎপরতায় মাওবাদীদের নির্মূল করার চেষ্টা হচ্ছে। গতকালও সিটু্য নাম দিয়ে আগরতলায় একটা সভা করেছে কমিউনিস্টরা। সেখানে বলা হয়েছে আন্দোলন করতে হবে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিস্ফোরণ কান্ডে নয়া মোড়

### আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ চিকিৎসক গ্রেপ্তার, তদন্তে এনআইএ

**নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর ।।** রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণের তদন্তে নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। তদন্তে নাম এসেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদে অবস্থিত আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন চিকিৎসকের। আজ মঙ্গলবার সকালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও তিন চিকিৎসককে হেফাজতে নিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে

# দোষীদের কোনো ভাবেই ছাড়া হবে না ঃ মোদী

**থিম্পু/নয়াদিল্লি ।।** দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে নয়জন নিহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কড়া বার্তা দিয়েছেন। মঙ্গলবার ভুটানের থিম্পু থেকে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই ষড়যন্ত্রে যারা জড়িত, তাদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। সকল দোষীকেই ন্যায়বিচারের সম্মুখীন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভুটানের থিম্পুতে ছাঙলিমেথাং সেলিব্রেশন গ্রাউন্ডে এক সমাবেশে ভাষণ দেন। ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেয়াল ওয়াংচুক এবং চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক-কে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে সহ রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভুটানের রাজ পরিবার এবং যাঁরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে আজকের দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-ভুটানের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লি বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দিল্লিতে যা ঘটেছে তা ভয়াবহ। যেসব পরিবার প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাদের যন্ত্রণা আমি অনুভব করছি। গোটা দেশ আজ তাদের পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমি খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে এসেছি। গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লির ভয়াবহ ঘটনা আমাদের সকলকে ব্যথিত করেছে। কাল সারারাত ধরে আমি সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম। তদন্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের তদন্ত সংস্থাগুলি এই ষড়যন্ত্রের শিকড় পর্যন্ত যাবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

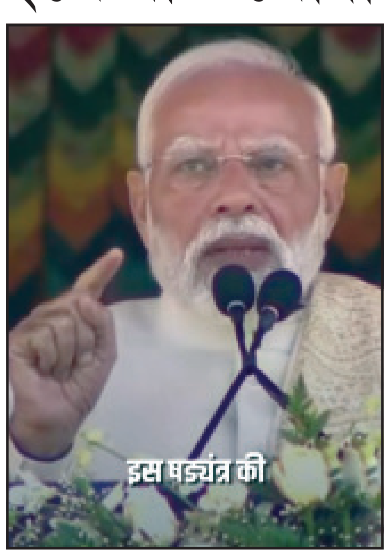


# প্রত্যেক দোষীকে খুঁজে বের করুন ঃ শাহ

**নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর ।।** দিল্লির লালকেল্লার কাছে সোমবার সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার নিরাপত্তা ও তদন্ত সংস্থাগুলিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক দোষীকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনুন। দুটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ অমিত শাহ লেখেন, দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণ নিয়ে সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। প্রত্যেক দোষীকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলেই আমাদের সংস্থাগুলির কঠোরতম পদক্ষেপের মুখোমুখি হবে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ধর্মনগরে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু পড়ুয়ার

***নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ নভেম্বর ।।*** *আবারও পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল এক কলেজ পড়ুয়া যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে ধর্মনগর কামেশ্বর—বাগবাসা মূল সড়কে। মৃত যুবকের নাম মিশুক নাথ (২১), বাড়ি বাগবাসা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে মিশুক নাথ তার মোটরবাইকে করে যাচ্ছিলেন। সেই সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ হয় তার বাইকের। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাইকসহ ছিটকে পড়েন মিশুক।* ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ঊনকোটিতে ডেঙ্গুর দাপট আক্রান্ত ৪৬, মাঠে দপ্তর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ নভেম্বর ।।** ঊনকোটি জেলায় ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গুর সংক্রমণ। স্বাস্থ্য দপ্তরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ পর্যন্ত জেলায় মোট ৪৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে বর্তমানে ১৩ জন রোগী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডাঃ রোহন পাল জানান, হাসপাতালে সারা বছরই ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। তবে গত কয়েক সপ্তাহে পজিটিভ কেসের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। বর্তমানে একাধিক রোগী চিকিৎসাধীন থাকলেও, এখনো পর্যন্ত কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।

তিনি আরও বলেন, অনেকেই জ্বর হলে সরাসরি ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খেয়ে নিচ্ছেন। এতে সাময়িকভাবে জ্বর কমলেও রোগের ঝুঁকি থেকেই যায়। তাই জ্বর দেখা দিলে অবিলম্বে হাসপাতালে বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে ডেঙ্গু টেস্ট করানো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলায় জোরদার তল্লাশি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর ।।** রাজধানী আগরতলা শহরে প্রবেশ এবং শহর থেকে বের হওয়া সমস্ত ধরনের যানবাহনের উপর নজরদারি জোরদার করেছে পুলিশ। আমতলী থানার নাকা পয়েন্টে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ধরে চলছে কঠোর চেকিং অভিযান। সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাত পর্যন্ত এই তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকে। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারদের মতে, অবৈধ পণ্য বা নেশাজাতীয় সামগ্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# খাবার নেই! বহুদিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি রান্না ঘরে তালা, ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর ।।** বিলোনিয়া মহকুমাধীন ঋষ্যমুখ ব্লকের আমজাদনগর এলাকার নয়াপাড়া ২ নম্বর ওয়ার্ডের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চরম অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠেছে।

ওই কেন্দ্রের শিশুদের জন্য সরকার নির্ধারিত চাল, ডাল ও অন্যান্য রান্নার সামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে সরবরাহ করা হচ্ছে না।

এর ফলে ওই কেন্দ্রে আগত শিশুরা প্রতিদিন খালি পেটে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হচ্ছে।

জানা গেছে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রাঁধুনি উপস্থিত থাকলেও রান্নাঘরে তালা ঝুলছে বহুদিন ধরেই। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিশুদের জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে তা কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীট দাবি, উচ্চতর দপ্তর থেকে দীর্ঘদিন ধরে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ রয়েছে, ফলে তাদের কিছু করার নেই। অপরদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, এই অব্যবস্থাপনার পেছনে প্রশাসনিক উদাসীনতা ও নজরদারির অভাবই মূল কারণ।

এই ঘটনার ফলে এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

তারা প্রশাসনের কাছে দাবি তুলেছেন, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করে শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে হবে।

# জিবি'তে ডাক্তার ও নার্সের উপর হামলা, গ্রেপ্তার দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর ।।** রাজধানীর জিবি হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সের উপর আক্রমণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ জিবি হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডে অশান্তি সৃষ্টি হয় বলে জানা গেছে। ঘটনার পর নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় মামলা দায়ের হলে, মঙ্গলবার পুলিশ দুজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়া দুজন হলেন অভিজিৎ শীল এবং অভিজিৎ দাস, দুজনেরই বাড়ি কাঠালিয়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং শারীরিক লাঞ্ছনার অভিযোগ আনা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১২ নভেম্বর,২০২৫ইং
২৫ কার্তিক, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

# সেনার জাত-ধর্ম নেই

জাত পাতের বিভাজনের রাজনীতি সারা দেশেই এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে। দলিত শ্রেণীকে নিয়া রাজনীতি করিতে রাজনৈতিক দলের নেতারা যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দলিত শ্রেণীর মানুষ শাকের করাতের মতো ব্যবহৃত হইতেছে।দেশের ৯০ শতাংশ দলিত। তাদের শাসন করে বাকি ১০ শতাংশ। সেনাকেও নিয়ন্ত্রণ করে ওই ১০ শতাংশই। রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যকে খণ্ডন করিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার তিনি অভিযোগ করেন, সেনার মধ্যেও বিভাজন তৈরি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কংগ্রেস নেতা। রাজনাথ বলেন, "সেনার কোনও জাত-ধর্ম নাই। মঙ্গলবার বিহারের এক সভা থেকে রাহুল বলেন, "দেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ দলিত, মহাদলিত, পিছড়া বর্গ, অতি পিছড়া বর্গ বা সংখ্যালঘু। অথচ, দেশের সব সংস্থা, সব সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বাকি ১০ শতাংশের হাতে। এমনকী সেনাকেও নিয়ন্ত্রণ করে ওই ১০ শতাংশ।" রাহুলের এই মন্তব্যে ফুঁসিতেছে বিজেপি। বিহারের ভোটমঞ্চ থেকেই লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি বলেন, "সেনা বাহিনীতে সংরক্ষণের দাবি করিয়া অরাজকতা তৈরি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন রাহুল গান্ধী।" "সেনাকে রাজনীতিতে টানা আনা হইতেছে " বলিয়াও কংগ্রেস নেতার নিন্দা করেন রাজনাথ।২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই দেশজুড়িয়া জাতিগত জনগণনা নিয়া সরব রাহুল। বিহারের ভোটের মুখেও তিনি ফেরাইতে চাইছেন 'মণ্ডল রাজনীতি'। নিজেকে তিনি দলিত-আদিবাসীদের মসিহা হিসাবে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর সেই চক্করে বিহারে গিয়া সেনাকে জড়িয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করিয়া বসিলেন তিনি। রাহুল গান্ধী বলিলেন, "আপনি যদি দেশের সেরা ৫০০ সংস্থার শীর্ষকর্তাদের তালিকা তৈরি করেন, তাহা হইলে দেখিবেন সেই তালিকায় একজনও দলিত বা আদিবাসীর নাম নাই। সবাই উপরতলার ওই ১০ শতাংশের প্রতিনিধি। সব চাকরি ওরাই পায়। এমনকী সশস্ত্র বাহিনীও ওদের নিয়ন্ত্রণে। বাকি ৯০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব কোথাও নাই। রাহুলের ওই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপি। গতকালই গেরুয়া শিবিরের এক নেতা বলেন, "রাহুল গান্ধী ফের সীমা লঙ্ঘন করিলেন। মোদির প্রতি ওঁর ঘৃণা আগেই দেশের প্রতি ঘৃণায় পরিণত হইয়াছিল। এবারে সেনার অদরেও জাতপাত খুঁজিতেছেন রাহুল।" সেনাকে নিয়া বেফাঁস মন্তব্য করিয়া আগেও বিতর্কে জড়াইয়াছেন রাহুল। যাহার জেরে আইনি জটিলতাতেও জড়াইয়াছেন। আবার রাজনৈতিকভাবেও ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিহার ভোটের মুখে লোকসভার বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্য মহাজোটের ভাবমূর্তিকে ধাক্কা দেবে, সেটা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

## স্বাস্থ্য শিবিরে ১১৫ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গত ১০ নভেম্বর, ২০২৫ মুহুরিপুর ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রাঙ্গণে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরটি মুহুরিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং এনএসএস ইউনিটের সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে মোট ১১৫ জন রোগী বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য আসেন। এই শিবির চিকিৎসা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের মেডিসিন স্পেশালিস্ট চিকিৎসক ডাঃ অনির্বাণ বিশ্বাস, জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডেন্টাল সার্জন চিকিৎসক ডাঃ সুমিতা বিশ্বাস এবং মুহুরিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ রাকেশ চৌধুরী। চিকিৎসা স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে সহায়তা প্রদান করেন দুলাল সরকার, ফার্মাসিস্টসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। শিবিরে রোগ নির্ণয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৪ জন রোগী জ্বরের সমস্যা নিয়ে আসেন, ২৫ জন ডেন্টাল সমস্যা নিয়ে, ১৬ জন পেশী ও অস্থিসংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন, এবং ১২ জন উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন। মুহুরিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার রোগীদের সঠিক চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং সহায়তা প্রদান করেন। স্থানীয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এনএসএস ইউনিটের ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে শিবিরের আয়োজন এবং পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন।

## আগরতলায় এসইউসিআই-এর উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ১০৮তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী দিবস

আগরতলা, ১১ নভেম্বর : মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। এই উপলক্ষে সিটি সেন্টারের সামনে আয়োজন করা হয় ছবি প্রদর্শনী, বুক স্টল এবং বিপ্লবের ইতিহাসভিত্তিক সাংস্কৃতিক পর্বের।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবসকে স্মরণীয় করে তুলতে আট দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই মঙ্গলবারের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংগঠনের রাজ্য নেতা মলিন দেববর্মা বলেন, মহান নভেম্বর বিপ্লব মানবমুক্তির পথ দেখিয়েছিল। আজকের বিশ্বে যখন পুঁজিবাদী শোষণ চরমে, তখন লেনিনের আদর্শ ও নভেম্বর বিপ্লবের চেতনা আরও প্রাসঙ্গিক।

তিনি আরও বলেন, যে সমাজে বৈষম্য, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বাড়ছে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক আদর্শই প্রকৃত মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

দিবসটি উপলক্ষে সিটি সেন্টারের সামনে লেনিন ও নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসভিত্তিক ছবি প্রদর্শনী সাধারণ মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বই বিক্রয় স্টলে বিপ্লব, মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ও লেনিনের জীবনদর্শন নিয়ে নানা গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়।

আয়োজকদের বক্তব্য, নভেম্বর বিপ্লব শুধু রাশিয়ার ইতিহাস নয়, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির ইতিহাস। সেই চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

## কমলপুর দ্বাদশ বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো সাত দিনব্যাপী এনএসএস শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১১ সেপ্টেম্বর: কমলপুর দ্বাদশ বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো সাত দিনব্যাপী এনএসএস শিবির। মঙ্গলবার কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এন এস এস শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, প্রধান শিক্ষক দেবজিৎ রায়, টিচারস কাউন্সিলের সম্পাদক মতিলাল ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুফুল শুক্লবৈদ্য। এরপর এই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শ্রেয়সী পাল যে সংগীতে রাজ্য আসর থেকে প্রথম হয়ে জাতীয় আসরে সুযোগ পেয়েছে তাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তার হাতে ডাইরি ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

# দিল্লির দূষণ বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি

শোভনলাল চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির বাতাসের সামগ্রিক গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স এক সময় সাড়ে তিনশোর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তার পর কিছুটা কমলেও পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। বিবেক বিহার, আনন্দ বিহার, ওয়াজিরপুরের মতো স্থানে একিউআই পৌঁছে গিয়েছিল চারশোর কাছে, যা মারাত্মক খারাপ-এর পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং, এই বছরের শীতের মাসগুলিতেও যে প্রবল বায়ুদূষণ দিল্লিবাসীর যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তা সহজবোধ্য। ইতিমধ্যেই সমীক্ষায় প্রকাশ, দিল্লি এবং এনসিআর-এ প্রতি চারটি বাড়ি পিছু তিনটিতেই অন্তত এক জন করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মরসুম বদলের প্রাক্কালে ভাইরাসঘটিত অসুখের পাশাপাশি তীব্র দূষিত বাতাসও যে এই অসুস্থতার জন্য দায়ী, তেমনই আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির দূষণ বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি। বছরের কোন সময় দূষণের তীব্রতা বাড়ে, সম্ভাব্য কারণ কী কী সবই বহুচর্চিত। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর শীত শুরুর সময়টি থেকে কয়েক মাস দিল্লিবাসীর স্বস্তির শ্বাস নেওয়া নিশ্চিত করা যাচ্ছে না কেন- সরকারকে তার জবাব দিতে হবে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন, পরিণামহীন তাৎক্ষণিক পরীক্ষার পথটি বর্জন করে বছরভর দূষণ মোকাবিলায় সরকারের আগ্রাসী, সদর্থক পদক্ষেপ। কৃত্রিম বৃষ্টির নামানো সম্ভব হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, তার ফল স্বল্পমেয়াদি এবং নির্দিষ্ট স্থানেই সীমাবদ্ধ হত। তা হলে শুধুমাত্র তার উপর ভরসা করা হল কেন? অতীতের ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে জোড়-বিজোড় সংখ্যা, জল ছিটিয়ে ধুলো কমানো- এমন পদক্ষেপগুলিও সুস্থায়ী সমাধানের দিশা দেখাতে পারেনি। উল্টে এ বছরের তথ্য বলছে, দিল্লির সাইত্রিশটি বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ন"টি ঠিক ভাবে কাজ করছিল দীপাবলির সময়। এই অপর্যাপ্ত তথ্য এবং আপৎকালীন কিছু ব্যবস্থায় ভরসা করেই কি তবে দিল্লির বিজেপি সরকার দূষণ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়েছে? ক্ষমতায় আসার পূর্বে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির অন্যতম ছিল দিল্লির কুখ্যাত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ। প্রতিশ্রুতি পূরণের কোনও ইঙ্গিত এখনও মেলেনি। দীপাবলি-পরবর্তী কালে দিল্লি ক্রমশ জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের পরিচিত পথেই হাঁটতে চলেছে। প্রতি বছরের এই কুনাট্য থেকে দিল্লিবাসীর মুক্তির আশা দূর অস্ত।দূষণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দিল্লি সরকারের কৃত্রিম ভাবে বৃষ্টি নামানোর প্রচেষ্টাটিতেও সাফল্য মেলেনি। ছোট বিমানের মাধ্যমে দিল্লির আকাশের কিয়দংশে মেঘের মধ্যে সিলভার আয়োডাইড জাতীয় রাসায়নিক এবং লবণের কণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল, কৃত্রিম এই বৃষ্টি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা পিএম ২.৫ এবং পিএম ১০-এর পরিমাণ হ্রাসে সক্ষম হবে। বাস্তবে তা হয়নি। সাধারণত প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি নামে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যৎসামান্য বৃষ্টি ছাড়া বিশেষ কিছুই ঘটেনি। স্পষ্টতই, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ার মতো পর্যাপ্ত জলকণাও মেঘের মধ্যে ছিল না। ফলে, দূষণ কমার আশাটি জলে গিয়েছে। ঘন কুয়াশা-ঢাকা রাজধানীর অন্দরে বেড়েছে শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীর সংখ্যা। "লোকাল-সার্কেল" নামে এক সংস্থার অনলাইন সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, দীপাবলির পর থেকেই দিল্লিতে ঘরে ঘরে শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথার মতো নানা উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করেছে। দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা, ফরিদাবাদ এবং গাজিয়াবাদের ৪৪,০০০-এরও বেশি বাসিন্দার উপর এই সমীক্ষাটি করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে

যে, ৪২ শতাংশ পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য গলাব্যথা কিংবা কাশিতে ভুগছেন। ২৫ শতাংশ পরিবারে সদস্যদের কারও না কারও চোখ জ্বালা করা, অনিয়মিত ঘুম হওয়া অথবা মাথাব্যথা হচ্ছে। ১৭ শতাংশ পরিবারে দেখা দিয়েছে শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানির মতো উপসর্গ। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি)-এর তথ্য বলছে, দীপাবলির পর বাতাসে দূষক পিএম ২.৫-এর গড় মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ৪৮৮ মাইক্রোগ্রাম ছুঁয়ে ফেলেছে, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তো বটেই, পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র নির্ধারিত বিপদসীমারও অন্তত ১০০ গুণ। দীপাবলির আগে দিল্লির বাতাসে পিএম ২.৫ এর মাত্রা ছিল ১৫৬.৬ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার। তবে যথেচ্ছ বাজি ফাটানোয় বাতাসে দূষকের মাত্রা তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় শস্যের গোড়া পোড়ানোর কারণেই রাজধানীতে দূষণ বাড়ে বলে দীর্ঘ দিনের অভিযোগ। চলতি বছরে বন্যা এবং ফসল তোলায় দেরির কারণে সেই ঘটনা আগের থেকে ৭৭.৫ শতাংশ কমেছে, তবে দূষণের চিত্রটা বিশেষ বদলায়নি। এখনও সকালে দিল্লির বাতাসের গড় গুণমান বা একিউআই ২৬১, যা "খারাপ" পর্যায়ে পড়ে। সর্বোচ্চ একিউআই রেকর্ড হয়েছে আনন্দ বিহারে (৪১৫), যা "ভয়ানক" পর্যায়ে পড়ে। অবস্থা এমনই যে ইন্ডিয়া গেটের কাছে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সাধারণ বাসিন্দাদের পাশাপাশি ছিলেন পরিবেশকর্মীরাও। কেউ কেউ আবার সন্তানদের নিয়েও এসেছিলেন। সকলেরই দাবি, দেশের রাজধানীতে বায়ুদূষণ কমানোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করতে হবে সরকারকে। পরিবেশবিদদের মতে তাঁরা তাঁদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু কেউ দেখা করেননি। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা মানা হয়নি। অনেক বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে প্রতিবাদে এসেছিলেন, কারণ তাঁদের সন্তানেরা কষ্ট পাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন শিশুর ফুসফুসে রোগ বাসা বেঁধেছে। এ ভাবে চলতে থাকলে এখানকার শিশুরা পরিষ্কার বাতাসে বেড়ে ওঠা শিশুদের তুলনায় অন্তত ১০ বছর কম বাঁচবে। উল্লেখ্য, গত শনিবার সকাল থেকে দিল্লির দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ওই দিন ভোরে দিল্লির বাতাসের গড় গুণমান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) ছিল ৩৯২। কোনও কোনও এলাকায় সেই মান ৪০০-ও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

সেই আবহে ওই দিনই বিক্ষোভ দেখান দিল্লিবাসী। নয়াদিল্লির ডিসিপি জানিয়েছেন, পূর্ব অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও বিক্ষোভ দেখানোর জন্য কয়েক জনকে আটক করেছে পুলিশ। সাধারণ মানুষের দূষণবিরোধী এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছে দিল্লির বিরোধী দল আম আদমি পার্টি (আপ)। দলের পক্ষে বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে বলা হয় যে, রাজধানীতে যে বায়ুদূষণ চরমে পৌঁছেছে, তা মানতে চাইছে না বিজেপি। এ কারণেই দিল্লির মানুষ ক্ষুব্ধ। বিজেপি সরকারের উচিত মাঠে নেমে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তা না করে পরিসংখ্যানে হেরফের করছেন তাঁরা।আপ নেতাদের মতে,, সরকার যখন নিজেই তথ্য নিয়ে কারচুপি করে, তখন সাধারণ মানুষ সরকারের উপর আস্থা হারাতে শুরু করে দেয়। সে কারণেই বুদ্ধিজীবী সমাজ রাস্তায় নেমে এসেছে। দিল্লিতে দূষণ গত ১০ বছর ধরে রয়েছে। কিন্তু এখন উদ্বেগজনক বিষয় হল, এখনকার সরকার তথ্যে কারচুপি করে তা ঢাকতে চাইছে।

বাতাসের দূষণ কী ভাবে কমানো যায়, তা নিয়ে নাকি চিন্তায় দিল্লির সরকার। দূষণের মাত্রা বিবেচনা করে রাজধানীতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের পথে হেঁটেছে তারা। শুধু তা-ই নয়, সরকারি কাজের সময় বদলে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত করা হয়েছে। একসঙ্গে রাস্তায় যাতে বেশি গাড়ির চাপ না-পড়ে সে কারণেই এই পরিবর্তন বলে জানিয়েছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই ধরনের পরিবর্তন কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থায়ী সমাধানের পথে কিভাবে হাঁটা শুরু করা যায়, দুর্ভাগ্যবশত তা নিয়ে সরকার বা বিরোধীপক্ষ কারুরই তেমন কোনও মাথাব্যথা নেই। কেউই সন্ধানের নীল নকশা তৈরি করে উঠতে পারেননি। ইংল্যান্ড, চিন কিভাবে এই ধরনের বায়ুদূষণের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে শেখার কোনও ইচ্ছাও আমাদের নেই। সবই এখন রাম ভরোসে।

**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

# বিবাহ : চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক না অচ্ছেদ্য জীবন বন্ধন

গুরুপ্রসাদ বিশ্বাস

*বার্তা টুডে।*

সামাজিক যে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই সেই সমাজের জীবন পদ্ধতির প্রসঙ্গ প্রথমেই এসে পড়ে। কারণ বিশ্বের মনুষ্যগোষ্ঠীর বিভিন্নতা অনুসারে চিন্তার পার্থক্য হয়। তার একটা তো প্রধান কারণ বিশ্বের ভূপ্রকৃতি সর্বত্র অভিন্ন নয়। প্রাকৃতিক কারণেই জলবায়ুও স্থান অনুসারে পার্থক্য-বিশিষ্ট। এই সব কারণেই জীবন যাত্রার ধারাতেও তারতম্য এসে যায়। নদীজল ধারা বেষ্টিত কোমল পেলব ভূমি এবং অপেক্ষাকৃত রুক্ষ শুষ্ক ভূপ্রকৃতি-বিশিষ্ট অঞ্চলের জীবন ধারা প্রাকৃতিক ভাবেই ভিন্ন। তার আরও একটা বড় কারণ দুই অঞ্চলের ফল ও ফসল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হতেই দেখা যায়। শুধু মানুষের জীবন পদ্ধতিই নয় অঞ্চল ভেদে জীব বৈচিত্র্যও প্রাকৃতিক। যে প্রকৃতি জীবন নির্মাণ করে সেই প্রকৃতিই জীবন যাপনের পদ্ধতি প্রেরিত করে প্রতি প্রাণীর অন্তরে। প্রাণীদের প্রকারভেদে তাদের শক্তিরও তারতম্য থাকে। শক্তি কায়িক আবার বৌদ্ধিক — এই দুপ্রকারের। মানুষ যেহেতু বিশেষ প্রাণী তার বৌদ্ধিক শক্তির ভাণ্ডার অনেকই বড় এবং বহুধা প্রসারিত। তাই সে প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর ঘটিয়ে আপন উপযোগিতা পূরণ করতে পারে। তার আছে চিন্তন শক্তি, সেই শক্তি তার আত্মপ্রসার ঘটাতে প্রেরিত করে।

সেই জন্যই মানুষ অন্য প্রাণীদের মতো গোষ্ঠীবদ্ধতাতেই আটকে থাকেনি, সে সমাজ নির্মাণও করেছে। সমাজ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে পরিবেশগত অবস্থা এবং অবস্থানকে কেন্দ্র করেই। ভারতবর্ষ যেহেতু অবস্থানগত করণে একটু বেশি পরিমাণে প্রকৃতির সহায়তা পেয়েছে তাই তার অধিবাসীদের সহজ খাদ্য লাভ, অবসর জীবন এবং তার ফলস্বরূপ আত্মমননে সহায়তা করেছে। সাধারণ ভাবে বিশ্বের সর্বত্রই মানুষ ঈশ্বর নামক এক অলৌকিক সত্তার কথা ভেবেছে, এবং তাদের বিশ্বাস হয়েছে সেই ঈশ্বর এই বিশ্বলোকের স্রষ্টা এবং স্বাভাবিক ভাবেই মালিক। ভারতবর্ষবাসী জ্ঞানীবর্গ নিশ্চিত হচ্ছেন ঈশ্বর কোনও লৌকিক সত্তা নয়, সর্বত্র তাঁর অবস্থান, সবই তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ। অথচ তিনি অবাঙমানসগোচর। মানুষের জীবনের যা কিছু ঐশ্বর্য সবই ঈশ্বরদত্ত। তিনি মঙ্গলময় বলেই মানুষের জীবনের যা কিছু সবই ঈশ্বরের অনুদান। মানুষের হাত পা প্রভৃতি যেমন নিজেদের ইচ্ছায় কিছু করে না মানুষও তেমনি সেই অলৌকিক শক্তির নিয়ম মেনেই সব করছে। এই ভাবনা এবং বোধ ভারতীয় সমাজকে সর্ব বিষয়ে যুক্তিবাদী ঈশ্বরানুগ করেছে। জীবন অদৃশ্য কোনও এক মহাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত---এই চিন্তা মানুষের সর্বকর্মে প্রতিস্থাপিত বলেই ভারতের সাধারণ জীবন চর্চাতেও প্রচলিত কথা হল, "জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিনই বিধাতা নিয়ে" অর্থাৎ জীবনের তিনটি মৌলিক ঘটনাই বিধাতার বিধান। কখন হবে, কোথায় হবে, কবে হবে। জন্ম মৃত্যু না হয় হ'ল মানুষের ইচ্ছার অধীন নয়, জেনে যাওয়া ব্যাপার, মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু বিবাহটা কেন হবে? এ তো মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার—করুক না করুক অন্য কোথাও এর নিয়ন্ত্রণ নেই! ভারত-মানস অবশ্য এমনটা ভাবেনি। বিবাহ হল জীবনের আরও একটি পূর্ণতা, জীবন যাপনের পদ্ধতি এবং শুধু তাই নয় সৃষ্টি রক্ষার প্রকৃতি নির্দেশিত প্রক্রিয়া। অবিসংবাদী মিলন প্রক্রিয়া। এ কথা বিশ্বের সব অঞ্চলেই অন্যরূপে হলেও স্বীকার্য, যেখানে বলা হয় চুক্তি—একজন নর ও নারীর মধ্যে মাত্র। সেখানেও প্রশ্ন আসে কীসের চুক্তি? উত্তর সেই একটা—জীবন যাপনের; দুজন দুজনের জীবন যাপনের সহযোগী। এই সহযোগিতার চুক্তি ভারতীয় বিবাহ সিদ্ধান্তেও। ভারতের জীবনদর্শন অগ্নিকে পরম শক্তি হিসেবে গণ্য ও মান্য করে বলে স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপনের চুক্তি হয় অগ্নি সাক্ষী করে। কারণ সে চুক্তি অলঙ্ঘনীয়। চুক্তির সঙ্গে শপথ থাকে। বিবাহকে যে মন্ত্র-পরিপূর্ণ করা হয় তাতেই শপথ থাকে, তার সামান্যই উল্লেখ করেছি—যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।

এ সকলেরই একটা তাৎপর্য আছে। ভারতীয় জীবনে বিবাহ কেবল একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর মিলন মাত্র নয়, সমগ্র জীবন পরস্পরকে সহযোগিতা ও সংরক্ষণের চুক্তি মাত্র নয়, দুটি পরিবারের অচ্ছেদ্য বন্ধনও বটে। আত্মীয়তা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর স্বজনবর্গের মধ্যে আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যারা যেখানেই থাকুক আত্মজন সম্পর্কে একাত্মবোধ করে সকলেই। পৃথিবীর অন্যদিকে কোথাও এমনটা হয় কিনা জানা নেই। ভারতীয় জীবনপদ্ধতির বিবাহ ভাবনায় এটাই সবচেয়ে বড় মাধুর্য। সম্পর্ক প্রসারিত হয়, গোষ্ঠী পরিব্যাপ্ত হয়, আত্মজনের পরিধি যায় বেড়ে। এটাই হল ভারতীয় সমাজ জীবনে বিবাহের মর্ম কথা। স্থুল ভাবে দেখতে গেলে ভারতীয় বিবাহ সূত্রের মূল কথা হল জীবন নির্মাণ। এই পৃথিবীতে যতদিন প্রাণ সংযোগে দেহে ততদিনই জীবন। এটা প্রাণীমাত্রের জন্যই সত্য। কিন্তু মানুষের জীবনের জন্য নানা ব্যবস্থা প্রয়োজন, তার জন্য আয়োজনও বিভিন্ন রকমের। কারণ মানুষ জীব জগতের গরিষ্ঠতম প্রাণী বলে তার দিনযাপন মাত্র জীবনযাপন নয়। সেখানে নানা বিধি নানা মাধুর্য। সে সবই মানুষকে নির্মাণ করে নিতে হয়। সে নির্মাণের সূচনা পর্ব হচ্ছে আহার্য নির্মাণ, অতঃপর বাস্তু নির্মাণ—এইভাবে নানা পথ বেয়ে জীবন নির্মাণ চলতেই থাকে। এসব এককের কর্ম নয়। সঙ্গী প্রয়োজন, যে সঙ্গী হবে মূলেরই অংশ, অবিভাজ্য অংশ। প্রকৃতির সৃষ্টি এই রকম যে, অবিচ্ছেদ্য যে হবে সে সঙ্গিনী। সঙ্গী বটেই, তবে কাজটা পরিপূর্ণ পুরুষের নয়, প্রাকৃতিক ভাবেই নয়। ধারক নয়, জীবনে চাই ধারিকা। ধারিকা শক্তি হিসাবে স্ত্রী, প্রকৃতির সৃষ্টি। সেই সত্য পরিচয়ের জন্যই রক্ষক শিবের সঙ্গে সংযুক্তি অন্নপূর্ণার। তিনি সংরক্ষণমূর্তি, তাই শিব প্রয়োজন মতোই ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে তাঁর কাছে প্রার্থী। এই হ'ল ভারতীয় বিবাহের যৌথ জীবন। জীব সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রাণীর চেতনায় দেহমিলনের লিপ্সা প্রাকৃতিক, তাই ভারতীয় বিবাহে তা স্বাভাবিক বলে গুরুত্বহীন। বিবাহ তো জীবনে জীবনেং সংযোজন। যে সংযোগ প্রেম, প্রীতি, সহমর্মিতা--- পরস্পরের সংযোগ ঘটিয়ে দেয় আমৃত্যু অবিচ্ছিন্ন সত্যে জীবন নির্মাণ করার জন্য, সেই সংযোগই বিশ্ব নির্মাণ করায়, রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে বিশ্বলোকের।

পুরুষ বহুমুখী, বহির্মুখীও সে কার্যকারণ যোগে। তাকে জীবন গঠনের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে হয়; এ করতে গিয়ে বহু যোগাযোগ, বহু কর্মের সঙ্গে লিপ্ত থাকতে হয়। বহু জনসংযোগ করতে হয়, তার জন্য বেগ ও উদ্বেগ দুটোই হয় তার সারাদিনের সঙ্গী। সব সে অকুণ্ঠ চিত্তে করে, কারণ ঘরে আছে তার লক্ষ। সেখানে তার প্রতীক্ষায় আছে ঘরণী ও স্বজনেরা। তাদের কাছে আছে শান্তি, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা। ঘরে ফিরেই ঘরণী থাক বা কন্যা থাক বা থাকুন জননী, তার কাছে—এক গ্লাস জল দেবে? সবই তো নির্মিত জীবনের অংশ। সেই জল যখন আসে, তাতে থাকে অমৃতের আস্বাদ। দিনের ক্লেশ মুছে যায় সেই অমৃতের স্পর্শে। এই হল জীবন।

নতুন মানুষ আসে সংসারে বিবাহ যোগে। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন কিন্তু কোনও নারী আর সাধারণ একজন মহিলা থাকেন না। তিনি মা হয়ে যান, জননী। অকস্মাৎ তার জীবনে পর্বান্তর ঘটে। শুধু ঘরণী মাত্র নয়, জননী হচ্ছে সেই শক্তি সমগ্র সভ্য জগত যাঁকে জীবনের শীর্ষে স্থান দেয়, "যে হাত শিশুর দোলনা দোলায় সেই হাত বিশ্ব চালায়" -একথা কেন? মা জীবন নির্মাণ করেন, সে প্রেরণা এবং শক্তি সকল নারীর জীবসত্তার মধ্যেই জন্মসূত্রে নিহিত থাকে। সে নারী যে কোনও প্রাণীই হোক না কেন সন্তান হওয়া মাত্র মনুষ্যেতর প্রাণীদের মা-কেও প্রেরিত করে সদ্যোজাত সন্তানের জীবনের দিশা নিয়ন্ত্রণের। একটি শিশু গোবৎস মায়ের কাছ থেকে সরে গেলেই গাভী তার কাছে দৌড়ে যায় তাকে আগলাতে। হস্তী মাতা তার শাবককে শুঁড় দিয়ে কাছে টেনে নেয়, যখন পথ চলে শাবককে রাখে আপন পেটের তলায়। কুকুরও তার সন্তানকে আগলায়। সাধ্যমত পরিচর্যা করে জিহ্বা লেহন করে। প্রতি প্রাণী শাবকই খাদ্য চেনে মাকে অনুসরণ করে। পাখি মায়েরা তো শাবকদের মুখে খাবার এনে দেয় মুখে করে। এই তো প্রকৃতি, সৃষ্টির নিয়ম তন্ত্র। মানুষের তরুণী মা আপন সন্তানের সঙ্গে কথা বলে আপন প্রেরণাতেই, অবুঝ শিশু সেই শব্দ শোনে অপলক দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। তাই তো বিশ্বের সকল প্রাণীর মুখের ভাষা-ই মাতৃভাষা। যে প্রাণীর যেমন, সে প্রাণীর তেমন; মানুষের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক, আপন গোষ্ঠীর মতো। প্রাণী জীবনের শিক্ষার সূত্রপাত মায়ের অনুকরণে, মায়ের দেখানো দিশাতে। চঞ্চল শিশুকে রক্ষার মাধ্যমে তাকে বিপদ সম্পর্কে অবহিত করানোয়, তাকে খাদ্যাখাদ্য চেনানোতে — যা বেঁচে থাকার মৌলিক সূত্র। আর সেই জন্যই ভারতবর্ষের জীবন দর্শনে প্রজ্ঞা বলছে, "নাস্তি মাতৃসম গুরু"। পরিণত জীবনে মানুষ যত কথাই শিখুক আদি গুরু হলেন মা। নির্মিত কোনও মূর্তি নয়। প্রাণধাত্রী জননী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে ভূমিতে সকল প্রাণীর আশ্রয় লাভ, প্রাণ ধারণ, খাদ্য সংস্থান, সেই ভূমিও সেইজন্যে ভারতীয় প্রজ্ঞার কাছে মাতা। তাই উচ্চারণ, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

মানুষের পিতা থাকে, অন্য প্রাণীর পিতা থাকে না। তার কারণ, যিনি পালন করেন তিনিই পিতা। বিবাহ সূত্রে জীবন নির্মাণের মধ্যেই স্বামী-স্ত্রী মধ্যে সন্তানও এসে যায় সৃষ্টির নিয়মে, যৌথ জীবনের প্রার্থনায়। সেই প্রার্থিত সন্তানকে মা যেমন পালন করেন তার সহযোগী হতেই হয় স্বামীকেও। সন্তান প্রতিপালনের সমান দায়িত্ব তাঁরও, সে দায়িত্ব মায়ের মতো প্রত্যক্ষ না হলেও অবশ্যই অনেক বেশি। কারণ তিনিই বৃক্ষ যা সংসার ধরে রেখে সমস্ত নির্মাণ শৈলীর সংস্থাপক, স্থপতি। তিনি নির্মাতা, সংরক্ষণের দায়ও সম্পূর্ণই তাঁর। কারণ তিনি পিতা, পালন করেন বলেই পিতা। নির্মাণের পরিকাঠামো যেমন তাঁর, তার সুষ্ঠু সুরক্ষাও তাঁরই দায়। তাঁকে দেখেই তো সন্তান গড়ে উঠবে, বেড়ে উঠবে। সন্তান যখন সমাজে ছড়িয়ে যাবে সকলে যেন সপ্রশংস স্বরে বলে, ওর বাবা অমুক ব্যক্তি। গুণী ব্যক্তির যশোভাগী হয় সন্তান, এটা লক্ষ রাখা প্রত্যেক পিতার কর্তব্য, আবশ্যিক। যশ সকলে অর্জন করতে পারে না কিন্তু গুণ মানুষের প্রয়াস লভ্য, সকলেই গুণান্বিত হতে পারে। আত্মসমালোচনা প্রত্যেক মানুষের মানসিক উৎকর্ষতা, সেটা আপন ত্রুটি সংশোধন করতে সাহায্য করে। আত্মশোধন বুদ্ধিমান মানুষের স্বাভাবিক গুণ; অবোধ এবং নির্বোধরা আত্মসমীক্ষা করতে পারে না, তারা নিজের সম্পর্কে কেবল তৃপ্তি লাভের কথা ভাবে। যাতে যার তৃপ্তি, সুখানুভূতি, তাতেই তাদের আকর্ষণ সীমাবদ্ধ। অবোধেরা অপকৃষ্ট প্রাণী—মানুষ নয়, লোক। লোকজন। যাদের দিন যাপনের সঙ্গে অন্য প্রাণীদের পার্থক্য সামান্যই। খেচর ভূচর উভচরে যা পার্থক্য। প্রভেদ সেই প্রকারই। তাই সেখানেও পিতা থাকে না বললেই চলে।

এই শ্রেণীর দ্বিপদ প্রাণীদের জীবন দর্শন হচ্ছে, জীবন দিয়েছেন যিনি আহার যোগাবেন তিনি-গোছের অর্থাৎ "ধরে খা", "চরে খা"। সেখানেস্ত্রী লিঙ্গের প্রাণীরা মা হয় না, গর্ভধারিণী হয় মাত্র। **ক্রমশঃ**

**সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।**

11-11-25.pmd 1 11-11-2025, 23:52

মঙ্গলবার ১৩ প্রতাপগড় বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে এক সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

# প্রধানমন্ত্রী মোদী থিম্পুতে ভারত-ভুটান সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরলেন

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার থিম্পুর চাংলিমেঠাং সেলিব্রেশন গ্রাউন্ডে এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন, যেখানে তিনি ভারত ও ভুটানের মধ্যকার শতাব্দীপ্রাচীন আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং উন্নয়নমূলক সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাজা জিগমে খেসার নমগ্যেল ওয়াংচুক, চতুর্থ রাজা জিগমে সিঙ্গয়ে ওয়াংচুক এবং প্রধানমন্ত্রী টসেরিং টোবগয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই দিনটি শুধু ভুটানের জন্য নয়, বরং পৃথিবীজুড়ে শান্তির পক্ষে যারা বিশ্বাসী, তাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এদিনটি গ্লোবাল পিস প্রেয়ার ফেস্টিভ্যাল এবং চতুর্থ রাজা জিগমে সিঙ্গয়ে ওয়াংচুকের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে পালিত হচ্ছে, পাশাপাশি ভারতের স্যাক্রেড পিপ্রাহোয়া রিলিকস প্রদর্শনও করা হচ্ছে।

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, তিনি দিল্লির একটি ভয়াবহ ঘটনার পর 'ভারী হৃদয়ে' ভুটানে এসেছেন। ওই ঘটনার পর দেশ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছে এবং তিনি নিশ্চিত করেন যে 'আমাদের এজেন্সিগুলি এই চক্রান্তের মূলে পৌঁছাবে। যারা এই ঘটনার পেছনে আছেন, তাদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। সব দায়িত্বশীলদের বিচার করা হবে।'

ভারত ও ভুটানের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মিলের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারত বিশ্ব এক পরিবার এ ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'সার্ভে ভবন্তু সুখিনঃ' মন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। তিনি জানান, ভারতের অংশগ্রহণ ভুটানের পিস প্রেয়ার ফেস্টিভ্যালে উভয় দেশের শান্তি ও করুণা প্রচারের একাত্মতার প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, তার জন্মস্থান গুজরাটের বাদনগর এবং কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের বারানসী, উভয়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গভীর সম্পর্ক রাখে। তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার বারানসীতে একটি ভুটানী মন্দির এবং অতিথিশালা নির্মাণের জন্য জমি প্রদান করবে।

চতুর্থ রাজা জিগমে সিঙ্গয়ে ওয়াংচুকের নেতৃত্বের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাকে 'জ্ঞান, সরলতা, সাহস এবং নিঃস্বার্থ সেবার এক মিলনস্থল' হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাজা তার দেশকে ঐতিহ্য রক্ষা করেও আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, এবং 'গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস' ধারণাটি এখন পৃথিবীজুড়ে মানবমুখী উন্নয়নের একটি বৈশ্বিক মডেল হিসেবে স্বীকৃত।

ভুটানকে বিশ্বের প্রথম কার্বন-নেগেটিভ দেশ হিসেবে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এটি একটি 'অসাধারণ সাফল্য'। তিনি ভুটানের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে শীর্ষস্থানে থাকার কথা উল্লেখ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ভারত ভুটানের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি নতুন ১০০০ মেগাওয়াট হাইড্রো পাওয়ার প্রকল্প চালু করবে, যা ভুটানের সক্ষমতা ৪০ু বাড়াবে।

'সংযুক্তি সুযোগ সৃষ্টি করে, এবং সুযোগ সৃষ্টি করে সমৃদ্ধি,' এই নীতিকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারত এবং ভুটানের মধ্যে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বাড়ানোর নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, গেলেফু এবং সামতসে শহরগুলিকে ভারতের রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা হবে, যাতে ভুটানের কৃষক ও শিল্পপতিদের জন্য বাণিজ্য প্রবাহ সহজ হয়।

ভুটানের পাঁচ বছর পরিকল্পনার জন্য ২০২৪ সালে ১০,০০০ কোটি সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এর মাধ্যমে অবকাঠামো, কৃষি, আর্থিক সেবা এবং স্বাস্থ্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

তিনি বলেন, যুবসমাজ ভারত-ভুটান সম্পর্কের 'সবচেয়ে শক্তিশালী উপকারভোগী', এবং দুই দেশের যুবকরা এখন শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, ক্রীড়া ও মহাকাশ প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করছে, যার মধ্যে একটি যৌথ স্যাটেলাইট উন্নয়নও রয়েছে।ভারত ও ভুটানের জনগণের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজগিরে সম্প্রতি উদ্বোধন করা রয়েল ভুটানিজ টেম্পলের কথা উল্লেখ করেন এবং বারানসীতে একটি ভুটানী মন্দির এবং অতিথিশালার জন্য জমি দেওয়ার ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

ভাষণের সমাপ্তিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'ভারত ও ভুটান শুধুমাত্র সীমানায় সংযুক্ত নয়, তারা সংস্কৃতির মাধ্যমে একত্রিত। আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে মূল্যবোধ, আবেগ, শান্তি ও অগ্রগতির সম্পর্ক।' তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে দুই দেশ শান্তি, সমৃদ্ধি এবং একযোগী উন্নয়নের পথে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখবে, এবং দুই দেশের জন্য ভগবান বুদ্ধ এবং গুরু রিনপোচের আশীর্বাদ কামনা করেন।

# ট্রাক উল্টে এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, তামিলনাড়ুতে অগ্নিকাণ্ড

তিরুচি, ১১ নভেম্বর : তামিলনাড়ুর আড়িয়ালুরে একটি ট্রাক উল্টে যাওয়ার পর একাধিক এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়, যা ব্যাপক আগুনের সৃষ্টির পাশাপাশি আশেপাশে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। দুর্ঘটনায় ট্রাক চালক কনাগরাজ গুরুতর দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

খবর অনুযায়ী, সোমবার সকালে তামিলনাড়ুর তিরুচি থেকে আড়িয়ালুরে বাড়ির রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে যাওয়া একটি ট্রাক, একটি মোড়ে চালক কনাগরাজের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে উল্টে যায়।

ট্রাকটি উল্টে পড়ার পর, সিলিন্ডারগুলির মধ্যে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে, এবং তারপরে একে একে আরও অনেক সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হতে থাকে। এতে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যায়।

চালক কনাগরাজ ওই মুহূর্তে ট্রাক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তিনি দগ্ধ হন এবং তাকে আড়িয়ালুর জেলা সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।শ সুপার, এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কাজ শুরু করেছেন।

এ ছাড়াও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঠেকাতে চেষ্টা করছেন। স্থানীয়রা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে এবং বিস্ফোরণের দৃশ্য মোবাইলে ধারণ করেছে।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে।

জানা গেছে, ট্রাকটি তিরুচি থেকে আড়িয়ালুরে যাচ্ছিল এবং মোড় ঘুরতে গিয়ে চালক কনাগরাজ নিয়ন্ত্রণ হারান। ট্রাকটি রাস্তার পাশে একটি নালায় পড়ে যায় এবং সিলিন্ডারগুলো বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণের আওয়াজ ২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে শোনা গিয়েছিল।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং আশেপাশের যানবাহনগুলোকে বিকল্প পথ ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। থানজাভুর, তিরুচি, ও অন্যান্য স্থান থেকে আসা যানবাহনগুলোকে ভি.কৈকাট্টি রুটে ডাইভার্ট করা হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এখনও ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কাজ করছেন।

# ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণ, গুলি চালানো এবং অগ্নিসংযোগ: নিরাপত্তা উদ্বেগ বৃদ্ধি

ঢাকা, ১১ নভেম্বর : ঢাকায় গতকাল একাধিক বোমা বিস্ফোরণ, গুলি চালানো এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নগরজুড়ে নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মটিজহেল, পল্টন, মিরপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় এসব হামলা ঘটে, যা আগামী ১৩ নভেম্বরের জন্য আওয়ামী লীগের ঘোষিত "ঢাকা লকডাউন" কর্মসূচীর আগের উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা গত রাতে ১১টি স্থানে কাঁচা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে তিনটি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। তবে, এই অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই হামলাগুলোকে "সাবোটাজের ঘটনা" হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এসবের উদ্দেশ্য হিসেবে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা উল্লেখ করেছে।

পুলিশ সদর দপ্তর ঢাকার সব থানাকে আগামী ১৩ নভেম্বরের আগে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে।

হামলার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ভোর ৩:৪৫টায় গ্রামীণ ব্যাংক সদর দফতরের সামনে, যা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সংযুক্ত। এক জোড়া মোটরসাইকেল আরোহী ওই ভবনের সামনে কাঁচা বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। এরপর চার ঘণ্টা পর, আরেকটি হামলা ঘটে মোহাম্মদপুরে, যেখানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার পরিচালিত প্রবর্তনা প্রতিষ্ঠানে কাঁচা বোমা ছোঁড়া হয়। সকাল ৭:৩০টায় আরও চারটি কাঁচা বোমা বিস্ফোরিত হয়, দুটি ইবন সিনা হাসপাতালে এবং দুটি মিদাস সেন্টারের সামনে। বিকালে মউচাক, আগারগাঁও, খিলগাঁও ফ্লাইওভার, শাহ আলী মার্কেটসহ বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণ ঘটে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন শহরজুড়ে অভিযান চালিয়ে হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। সরকার নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং শহরের প্রবেশদ্বারে চেকপোস্ট স্থাপন করেছে।

পুলিশের গোয়েন্দা শাখা জানিয়েছে, তারা হামলাকারীদের শনাক্ত করতে বিশেষ গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরও সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ৩৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই হামলাগুলি আওয়ামী লীগের "ঢাকা লকডাউন" কর্মসূচীর আগে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকার সব ধরনের জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে এবং পুলিশকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচীর কারণে রাজধানীজুড়ে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজধানী ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে রেলপথ এবং স্টেশনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঢাকা মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

গৃহ মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, "দেশ অস্থিতিশীল করতে কেউ যদি চেষ্টা করে, তবে তা কঠোরভাবে মোকাবেলা করা হবে। আমাদের অগ্রাধিকার হলো জননিরাপত্তা, জাতীয় ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করা।"

সরকার জনগণকে শান্ত থাকার এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে।

# ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা: কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংঘঠন ও জওহর ন্যাভোদয়া বিদ্যালয় সমিতি-এর ভূমিকা

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংঘঠন এবং জওহর ন্যাভোদয়া বিদ্যালয় সমিতি হলো দুটি প্রধান জাতীয় স্কুল নেটওয়ার্ক, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কেভিএস মূলত স্থানান্তরযোগ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রদান করে থাকে, যেগুলো দেশব্যাপী একটি সুসংগঠিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। এটি জাতীয় একীভূতকরণ প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করে। বর্তমানে কেভিএস দেশে ১,২৯০টি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে, যা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এর অধীনে এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো ২০২৩ অনুসরণ করে।

১৯৮৬ সালে চালু হওয়া এনভিএস, গ্রামীণ প্রতিভাকে চিহ্নিত করে তাদের জন্য মুক্ত, আবাসিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। এটি গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলের শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে কাজ করে। বর্তমানে এনভিএস দেশে ৬৬২টি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে, যা সিবিএসই এর ঝজ্জ---ড়জ্জজ্জ শ্রেণির পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে এবং ত্রি-ভাষা সূত্র বাস্তবায়ন করে।

কেভিএস এবং এনভিএস উভয়ই সিবিএসই অনুসরণ করলেও, তারা ভিন্ন ভৌগলিক এবং সামাজিক পরিবেশে কাজ করছে। কেভিএস স্কুলগুলো প্রধানত শহর ও আধা-শহর অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে নিয়মিত স্থানান্তরের মধ্যে থাকা পরিবারগুলি শিক্ষার সুবিধা পায়। তারা ডিজিটাল ভাষা ল্যাবরেটরি, ই-ক্লাসরুম এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ প্রযুক্তিনির্ভর ক্যাম্পাসে শিক্ষাদান করে।

অন্যদিকে, এনভিএস গ্রামীণ অঞ্চলে কর্মরত এবং সম্পূর্ণ আবাসিক ক্যাম্পাসে শিক্ষা প্রদান করে, যেখানে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ পায়। প্রতিটি জেলার একটি ন্যভোদয়া বিদ্যালয় থাকে, এবং এখন পর্যন্ত ৬৮৯টি বিদ্যালয় চালু হয়েছে। এনভিএস স্কুলগুলো স্মার্ট ক্লাসরুম, ডিজিটাল ল্যাবরেটরি, এবং হোস্টেল সুবিধা প্রদান করে, যা গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। উভয় প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ অর্থায়ন পায়। কেভিএস-কে অবকাঠামো, স্টাফিং এবং পরিচালনার জন্য সহায়তা দেওয়া হয়, আর এনভিএস-কে আবাসিক ক্যাম্পাস বজায় রাখা এবং নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়।

২০২৪---২৫ অর্থবছরে এনভিএস-এর জন্য ৬,০০০.৮৩ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গ্রামীণ অঞ্চলে আরও বিদ্যালয় সম্প্রসারণ এবং সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করবে।

২০২৫ সালের অক্টোবর ১ তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৫৭টি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় অনুমোদন করেছে, যার মোট বিনিয়োগ ৫,৮৬২.৫৫ কোটি টাকা (২০২৬-২০৩৫)। নতুন বিদ্যালয়গুলি দেশের শিক্ষা সুবিধা উন্নত করতে সাহায্য করবে।

২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর, সরকার ২৮টি নতুন ন্যভোদয়া বিদ্যালয় অনুমোদন করেছে, যার জন্য ২,৩৫৯.৮২ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।এনইপি ২০২০-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেভিএস এবং এনভিএস উভয়েই ডিজিটাল শিক্ষায় রূপান্তর করছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে কেভিএস তার আইসিটি কাঠামো আপডেট করেছে এবং ৯০ু স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম, এআই-ভিত্তিক অ্যাডাপটিভ লার্নিং টুলস এবং ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি তৈরি করেছে।এনভিএস-ও ডিজিটাল শিক্ষায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। পিএম শ্রী প্রকল্পের অধীনে, এনভিএস ৯,৪১৭টি স্মার্ট ক্লাসরুম এবং ৩১২টি ডিজিটাল ভাষা ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং ২৬,১১৮টি ডেস্কটপ ও ইন্টারনেট সংযোগসহ গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল অ্যাক্সেস ব্যাপকভাবে উন্নত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিদ্যালয় স্কিম ২০২২ সালে চালু হয়েছিল, যার আওতায় ১৪,৫০০টি স্কুলকে এনইপি -অনুকূল মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ৯১৩টি কেভিএস এবং ৬২০টি এনভিএস পিএম শ্রী স্কিমের আওতায় মডেল স্কুল হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে।

এনইপি ২০২০-এর প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো অনুযায়ী, কেভিএস তার বালবতিকা প্রোগ্রাম চালু করেছে, যা ৫০৫টি স্কুলে কার্যকরী হয়েছে এবং এতে ১৩,৬৮০টি প্রাথমিক সিট তৈরি করা হবে।

যদিও এনভিএস বিদ্যালয়গুলি ক্লাস ঝজ্জ থেকে শুরু হয়, তবে তারা ইসিসিই লক্ষ্যগুলির সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত সহায়ক এবং ব্রিজিং প্রোগ্রাম চালায়, যা গ্রামীণ পটভূমি থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং নবোদয় বিদ্যালয় ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অবিচলভাবে কাজ করছে। অবকাঠামো সম্প্রসারণ, ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং এনইপি ২০২০-এর সাথে সঙ্গতি রেখে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষা বৈষম্য দূর করবে এবং জাতি গঠনে শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

# দিল্লি বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু অসম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নিন্দা

গুয়াহাটি, ১১ নভেম্বর : নয়াদিল্লির রেড ফোর্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে সোমবার সন্ধ্যায় ঘটে এক শক্তিশালী বিস্ফোরণ, যাতে অন্তত ১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এই ঘটনা আবারও সন্ত্রাসবাদের পুনরুত্থান নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ১১ নভেম্বর এই বিস্ফোরণকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দেশের জনগণকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নাগাঁও জেলার রাহা শহরে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেন, "দিল্লির বিস্ফোরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা জানি, গত দুই দিনে বেশ কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে। এটি নিশ্চিত যে, একটি বড় পরিকল্পনা ছিল। আশা করি, সন্ধ্যা নাগাদ পুরো পরিস্থিতি স্পষ্ট হবে।"

তিনি আরও বলেন, "এ ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে জনগণকে একত্রিত হতে হবে, যাতে সন্ত্রাসবাদের পুনরুত্থান না ঘটে।"

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা জানান, অসম পুলিশকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন জানানো পোস্টগুলির প্রতি কঠোর নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "কিছু লোক ফেসবুকে বিস্ফোরণ নিয়ে খুশির ইমোজি পোস্ট করেছে বা এমন কিছু প্রকাশ করেছে যা সন্ত্রাসবাদের সমর্থন হিসেবে দেখা যেতে পারে। পহালগামের সন্ত্রাসী হামলার পরেও এমন কিছু দেখানো হয়েছিল," বলেন শর্মা।

তিনি আরও বলেন, "যদি কেউ অন্যের মৃত্যুর জন্য খুশি হয়, তবে তা সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করা হয়। আমি ইতিমধ্যে ডিজিপিকে নির্দেশ দিয়েছি, এই ধরনের পোস্ট যারা করছে তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে।"

এদিকে, কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ ১১ নভেম্বর পহালগাম এবং দিল্লির সন্ত্রাসী হামলার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রথম পহালগাম এবং এখন দিল্লি। ২০২৫ সালে ভারতীয় নাগরিকদের সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হওয়া অত্যন্ত শোকজনক এবং বেদনাদায়ক।"গগৈ তাঁর সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "পাবলিক সার্ভেন্টদের প্রথম কর্তব্য হল নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এই সময়ে, দোষীদের খুঁজে বের করা এবং ঘটনার পেছনের সত্যি উদঘাটন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবশ্যই আত্মবিশ্লেষণ এবং জবাবদিহিতা অবলম্বন করতে হবে।"তিনি বলেন, "এই ঘটনায় ভারতকে একত্রিত থাকতে হবে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়াতে হবে।"এদিকে, দিল্লির রেড ফার্টের কাছের বিস্ফোরণস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং নিরাপত্তা কর্মীরা বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছেন। সোমবার সন্ধ্যায় হুন্দাই আই২০ গাড়িটি রেড লাইটে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তখনই বিস্ফোরণটি ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা আশেপাশের গাড়িগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বহু পথচারী আহত হয়েছেন, যাদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ট্র্যাজেডির পর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আজ সকাল ৯:৩০ টায় একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছে। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহসহ আইবি প্রধান, স্বরাষ্ট্র সচিব, দিল্লি পুলিশ কমিশনার এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত রয়েছেন। বৈঠকে ঘটনার পরবর্তী পদক্ষেপ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর আলোচনা চলছে।

## ভারতীয় 'কেয়ার ইকোনমি' নতুন যুগে প্রবেশ করছে: ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নতুন দিল্লি, ১১ নভেম্বর : আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, ভারতীয় 'কেয়ার ইকোনমি' নতুন যুগে প্রবেশ করছে, যেখানে দয়া, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে দেশের বয়স্ক জনগণের সহায়তায়। তিনি এই মন্তব্যটি করেন সিআইআই সিনিয়র কেয়ার কনক্লেভের উদ্বোধনী অধিবেশনে।ডঃ সিং বলেন, ভারত যুবশক্তির একটি দেশ হিসেবে গর্বিত হলেও, বৃদ্ধ জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এটি একটি চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি সুযোগও তৈরি করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, বয়স্ক নাগরিকদের সক্রিয় এবং জ্ঞানসম্পন্ন সমাজের অংশ হিসেবে দেখা উচিত, যাদের অভিজ্ঞতা দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।পেনশন ও পেনশনভোগী কল্যাণ বিভাগের আওতায় সরকারের সংস্কারগুলির ওপর আলোকপাত করে ডঃ সিং বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ যেমন লাইফ সার্টিফিকেটের জন্য ফেস অথেন্টিকেশন এবং সহজতর পেনশন ব্যবস্থা বয়স্কদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করেছে। মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার, শিল্প এবং সুশীল সমাজের মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সিনিয়র কেয়ার ইকোসিস্টেম তৈরি করা যায়।

সমবায় দপ্তর এবং সমবায় সমিতি সমূহের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ছবি নিজস্ব।

# হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

## বনসাই লেবু গাছ: ছোট্ট বারান্দাকে সবুজ বাগানে পরিণত করার সহজ উপায়

মানেই অনেকের মনে আসে ক্ষুদ্রাকৃতির বটগাছ বা পাইন গাছের ছবি। কিন্তু জানেন কি, লেবু গাছও হতে পারে এক অনন্য বনসাই? এই বামন লেবু গাছ শুধু চমৎকার শোভাময়ই নয়, ঘরে এনে দেয় টাটকা ফল, সুবাসিত ফুল এবং প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য। শহরের ছোট্ট বারান্দাও এমন এক গাছের মাধ্যমে হয়ে উঠতে পারে এক সতেজ সবুজ বাগান।

বনসাই লেবু গাছের সৌন্দর্য ও সুবিধা

লেবু, লেবু এবং কমলার বামন প্রজাতি শহুরে জীবনের জন্য আদর্শ। এগুলি শুধু দৃষ্টিনন্দন নয়, বরং বাতাসকে বিশুদ্ধ করে এবং হালকা সাইট্রাস সুবাসে ভরিয়ে দেয় চারপাশ। অভিজ্ঞ বনসাইপ্রেমীদের মতে, এটি শুধু চাষ নয়একটি ধৈর্য্য ও মনোযোগের শিল্প।

দিল্লির রোহিণীর ৮০ বছর বয়সি অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার মঙ্গত সিং ঠাকুর বলেন, "আপনি যদি বনসাই গাছ লালন-পালনের মৌলিক বিষয়গুলি শিখে ফেলেন, তাহলে এটি শ্রম নয়, আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আমার ছাদের বারান্দায় এখন ৫৫০টিরও বেশি বনসাই গাছ রয়েছে।" বাড়িতে বনসাই লেবু চাষের সহজ নির্দেশিকা

১. সঠিক জাত বেছে নিন:ড---ভারতের আবহাওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে বামন বা কলম করা লেবু জাত উপযুক্ত। জনপ্রিয় জাতগুলির মধ্যে রয়েছে মেয়ার লেবু, ক্যালামন্ডিন কমলা, কাগজি লেবু ও কিন্নো মান্দারিন। এগুলি ২ থেকে ৪ ফুট লম্বা হয় এবং মাঝারি আকারের টবে ভালো বৃদ্ধি পায়।

২. টব ও মাটি নির্বাচন:—কমপক্ষে ১৪—১৮ ইঞ্চি গভীর টব নিন, যাতে ভাল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে। লেবু গাছ ভেজা মাটিতে থাকতে পছন্দ করে না। সঠিক মাটির মিশ্রণ হবে১ অংশ বাগানের মাটি, ১ অংশ কম্পোস্ট বা কোকোপিট, এবং ১ অংশ মোটা বালি বা পার্লাইট। প্রতি মাসে অল্প নিম কেক বা জৈব সার দিন।

৩. সূর্যালোক:—লেবু বনসাই গাছ প্রতিদিন অন্তত ৫---৬ ঘণ্টা সূর্যালোক চায়। বারান্দার এমন জায়গা বেছে নিন, যেখানে সরাসরি আলো পড়ে। সূর্যের আলো সমানভাবে পৌঁছানোর জন্য প্রতি কয়েক দিনে একবার টব ঘুরিয়ে দিন।

৪. জল দেওয়া: মাটি যেন আর্দ থাকে কিন্তু জলজমে নাএটাই মূল নিয়ম। মাটির উপরের স্তর শুকিয়ে গেলে জল দিন। গ্রীষ্মে প্রায় প্রতিদিন জল দিতে হতে পারে, কিন্তু শীতে ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দিন। ৫. ছাঁটাই:—বনসাইয়ের রূপ ও স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ছাঁটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত শাখা ছেঁটে দিলে গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং ফলনও ভালো হয়। প্রতিস্থাপনের সময় শিকড়ের অপ্রয়োজনীয় অংশও ছাঁটাই করুন। ৬. ফুল ও ফল:— সঠিক যত্নে লেবু বনসাই এক বছরের মধ্যেই ফুল ফোটাতে পারে। ছোট সবুজ ফলগুলি ধীরে ধীরে হলুদ বা কমলা হয়ে ওঠে। ক্রমবর্ধমান মৌসুমে প্রতি তিন-চার সপ্তাহ অন্তর তরল সাইট্রাস সার দিন।

৭. পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ:— লেবু গাছের ঘ্রাণ অনেক সময় পোকামাকড়কে আকর্ষণ করে। নিম তেল মিশ্রিত জল স্প্রে করা একটি কার্যকর প্রাকৃতিক সমাধান। এটি পোকামাকড় দমন করে এবং গাছকে নিরাপদ রাখে।

কেন লাগাবেন বনসাই লেবু গাছ সাইট্রাস বনসাই কেবল সৌন্দর্যই নয়, মানসিক প্রশান্তি ও স্বাস্থ্যেরও উৎস। তারা বাতাসকে বিশুদ্ধ করে, মৌমাছি ও প্রজাপতির মতো পরাগায়নকারীদের আকর্ষণ করে এবং ঘরে প্রাকৃতিক সুগন্ধ ছড়ায়। ঠাকুরের কথায়, "বনসাই চাষ কোনও প্রতিযোগিতা নয়, এটি ধৈর্যের শিল্পযেখানে প্রতিটি নতুন পাতা এক নতুন আনন্দ।" শহুরে জীবনে যেখানে জায়গার অভাব, সেখানে একটি বনসাই লেবু গাছ আপনার বারান্দাকে এনে দিতে পারে ছোট্ট সবুজ স্বর্গ। শুধু যত্ন, ভালোবাসা আর ধৈর্য্যএই তিনটি থাকলেই আপনার বাড়ির এক কোণে তৈরি হবে প্রকৃতির এক টুকরো শান্ত আশ্রয়।

## লবঙ্গ দিয়ে বানান ম্যাজিক জল ত্বক-চুলের সমস্যা দূর হবে

লবঙ্গ জল একদিকে ত্বকের নানা সমস্যা যেমন দূর করতে পারে, পাশাপাশি চুলও করে দ্বিগুণ লম্বা। সেইসঙ্গে খুশকিও করবে দূর। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে বাড়িতে বানাবেন লবঙ্গ জল। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

কয়েক পিস লবঙ্গ দিয়ে বানান ম্যাজিক জল, ত্বক-চুলের সমস্যা নিমেষে হবে গায়েব!

লবঙ্গ জলের উপকারিতা

ছোট্ট এক টুকরো লবঙ্গর গুণ যে মারাত্মক, তা অনেকের অজানা। লবঙ্গ খেলে একদিকে যেমন শরীরের নানা সমস্যা দূর হয়, তেমনই এটি সঠিক উপায়ে ব্যবহার করলে ত্বক ও চুলের সমস্যাও নিমেষে হবে গায়েব। এর জন্য বানিয়ে নিতে হবে সুন্দর করে লবঙ্গ জল। যা একদিকে ত্বকের নানা সমস্যা যেমন দূর করবে, পাশাপাশি চুল করবে দ্বিগুণ লম্বা ও খুশকি করবে দূর। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে বাড়িতে বানাবেন লবঙ্গ জল। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। লবঙ্গ জল বানানোর উপকরণ জল ২ গ্লাস, এক চামচ লবঙ্গ, গোলাপ জল ২ চামচ, অ্যালোভেরা জেল ১ চামচ, টি ট্রি এসেনশিয়াল অয়েল (৬-৮ ফোঁটা)।

লবঙ্গ জল বানানোর পদ্ধতি

প্রথমে ২ গ্লাস জল একটি প্যানে ঢেলে নিন। এরপর ওই জলের মধ্যে ঢেলে দিন এক চামচ লবঙ্গ। এই জল ১০-১৫ মিনিট ভাল করে ফুটিয়ে নিন। সুন্দর সোনালি রং হয়ে যাবে জলের। এরপর ওই জল ছেঁকে নিতে হবে। এরপর সেই লবঙ্গ জলে মিশিয়ে দিতে হবে ২ চামচ গোলাপ জল। এর ফলে ওই জলের গন্ধ আরও ভাল হবে। এরপর ওই জলের মধ্যে দিতে হবে এক চামচ অ্যালোভেরা জেল। এটি স্ক্যাল্প ও ত্বক দুটোরই যত্ন নেয়।

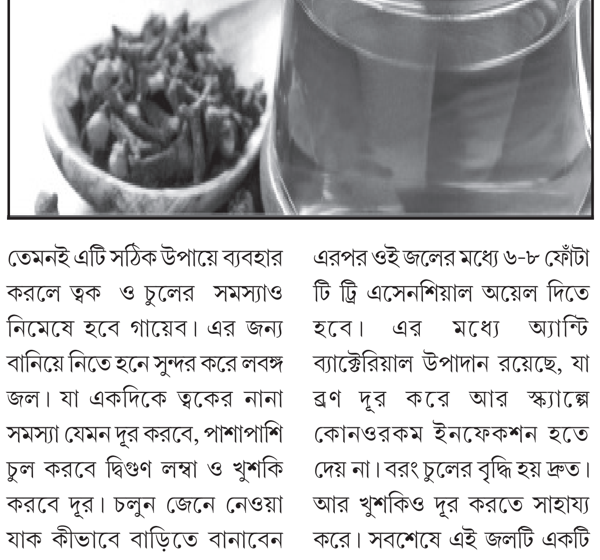

এরপর ওই জলের মধ্যে ৬-৮ ফোঁটা টি ট্রি এসেনশিয়াল অয়েল দিতে হবে। এর মধ্যে অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান রয়েছে, যা ব্রণ দূর করে আর স্ক্যাল্পে কোনওরকম ইনফেকশন হতে দেয় না। বরং চুলের বৃদ্ধি হয় দ্রুত। আর খুশকিও দূর করতে সাহায্য করে। সবশেষে এই জলটি একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে নিন। তা সারা দিনে ত্বকে ও স্ক্যাল্পে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। তা হলেই পাবেন দাগছোপহীন ত্বক ও ভাল হবে চুলের স্বাস্থ্য।

## শীতকালে কত দিন পর শ্যাম্পু করা জরুরি

শীতকাল এলেই চুলের সমস্যা বেড়ে যায়। চুল শুষ্ক হয়ে যা, খুশকির পরিমাণ বাড়ে, রুক্ষ ভাব বেড়ে যায়, চুল ভাঙার পরিমাণ বাড়ে। এর বড় কারণ হল ঠান্ডায় মাথার স্ক্যাল্পের তেল কমে যাওয়া এবং বাতাসের আর্দতা কম থাকায় চুল দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া। তাই শীতকালে চুল পরিষ্কার রাখা জরুরি হলেও অতিরিক্ত শ্যাম্পু করলে ক্ষতি বাড়তে পারে। তা হলে এই পরিস্থিতিতে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, শীতকালে ঠিক কতদিন পর শ্যাম্পু করা উচিত যাতে চুল ঠিক থাকবে?

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শীতে চুলের প্রাকৃতিক তেল সহজেই কমে যায়। ফলে শ্যাম্পু খুব বেশি করলে স্ক্যাল্প আরও বেশি শুকিয়ে যায় এবং খুশকির সমস্যা বাড়ে। তাই গরমকালের মতো সপ্তাহে ৩ বার শ্যাম্পু করার দরকার নেই। সাধারণত ৩-৪ দিনে একবার শ্যাম্পু করাই আদর্শ। অর্থাৎ সপ্তাহে ২ বার শ্যাম্পু শীতের জন্য সবচেয়ে ভাল রুটিন।

যাদের স্ক্যাল্প খুব শুষ্ক, তারা সপ্তাহে একবারও শ্যাম্পু করতে পারেন। আবার যাদের স্ক্যাল্প অয়েলি, তাদের ২—৩ দিন পরপর শ্যাম্পু করা উপকারী। তবে শীতকালে শ্যাম্পু করার পাশাপাশি প্রতি বার কন্ডিশনার ব্যবহার, সপ্তাহে অন্তত একবার হেয়ার মাস্ক, আর শ্যাম্পুর আগের দিন হালকা গরম তেল মালিশ এই তিনটি নিয়ম পালন করলে চুলের রুক্ষতা অনেকটাই কমে।

শ্যাম্পু বাছতেও সতর্ক হতে হবে। হার্শ সালফেট, প্যারাবেন বা অ্যালকোহলযুক্ত শ্যাম্পু শীতে চুল আরও শুকিয়ে দেয়। এর বদলে মাইল্ড, ময়েশ্চারাইজিং শ্যাম্পু আদর্শ। গরম জলে শ্যাম্পু না করে হালকা গরম বা নর্মাল জলে মাথা ধোয়া উচিত, কারণ গরম জল স্ক্যাল্পের তেল দ্রুত নষ্ট করে।

শীতকালে চুলের যত্ন মানেই কম শ্যাম্পু, বেশি ময়েশ্চার। তাই ৩—৪ দিনে একবার শ্যাম্পু করলে চুল পরিষ্কারও থাকবে, আবার রুক্ষও হবে না। সঙ্গে নিয়মিত কন্ডিশনার, তেল এবং মাস্ক ব্যবহার করলে শীতে চুল থাকবে ঝলমলে ও স্বাস্থ্যকর।

## কোন কোন দিকে নজরে রাখবেন নববধূরা?

বিয়ের পরে অনেক মহিলারই ওজন বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। এ নিয়ে রসিকতাও কম হয় না। বিয়ের পরে ওজন বৃদ্ধির বিষয়টিকে ইংরেজিতে "লাভ ওয়েট" বলা হয়। "লাভ ওয়েট" নিয়ে গবেষকরা নানা রকম গবেষণা ও সমীক্ষাও চালিয়েছেন। ঠিক কী কারণে বিয়ের পর ওজন বেড়ে যায়? ১) বিয়ের পর মেয়েদের খাদ্যাভ্যাসে বড় বদল আসে। সাধারণত বিয়ের পর নিমন্ত্রণের সংখ্যাও বেড়ে যায়। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে রোজ রোজ ভূরিভোজ হয়, তাই ওজন বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিয়ের পর মহিলাদের ওজন বেড়ে যাওয়ার পিছনে জিনগত কারণও ২) বিয়ের পরে নতুন বেশ কয়েকটি দায়িত্ব এসে পড়ে। সংসারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রটিও সমান দক্ষতায় সামাল দিতে হয়। ফলে মানসিক চাপ বাড়ে আর তাতেই ঘুম কমে। এ ছাড়া, নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগে। অচেনা পরিবেশেও অনেকের ঘুম আসতে সমস্যা হয়, ঘুমের বেনিয়ম ওজন বাড়িয়ে দেয়। ৩) বিয়ের আগে অনেক মেয়েই ওজন নিয়ে বেশ সচেতন থাকেন। খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণে রাখেন, শরীরচর্চাও শুরু করেন কেউ কেউ। তবে বিয়ের পর সেই তাগিদ পুরোপুরি চলে না গেলেও, বেশির ভাগের ক্ষেত্রে তা কিছুটা কমে যায়। জীবনসঙ্গী পাওয়ার পর তাঁরা নিজের চেহারার যত্ন নেওয়া কমিয়ে দেন। কেউ আবার সময়ের অভাবে শরীরের প্রতি যত্ন নিতে পারেন না। ফলে ওজন বেড়ে যায়। ৪) শারীরিক সম্পর্কের ফলে মহিলাদের শরীরে হরমোনের মাত্রা ওঠানামা করে। এর সঙ্গেও স্থূলতার যোগাযোগ রয়েছে। ৫) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিয়ের পর মহিলাদের ওজন বেড়ে যাওয়ার পিছনে জিনগত কারণও রয়েছে। দেখা গিয়েছে, যে মহিলাদের মায়ের ওজন বিয়ের পর বেড়েছে, তাঁদের মেয়েদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রবণতা চোখে পড়েছে।

## বেঁচে যাওয়া রুটিতে তৈরি করুন অনন্য মিষ্টি

ঘরে বেঁচে যাওয়া পুরনো রুটি দিয়ে বানানো যায় এক অভিনব পদ'রুটি গোলাপ জামুন'। এটি যেমন সুস্বাদু, তেমনই পরিবেশবান্ধব, কারণ এটি পুরোপুরি জিরো ওয়েস্ট কনসেপ্টে তৈরি। কেন বিশেষ এই রেসিপি? প্রতিদিনের জীবনে অনেক সময় রুটি বা চপাটি খাওয়ার পর কিছুটা থেকে যায়। সাধারণত এগুলো শুকিয়ে যায় বা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু সেই রুটিই যদি রূপ নেয় গোলাপ জামুনের মতো রসালো মিষ্টিতে, তবে তা শুধু খাবারের অপচয় রোধই করে না, বরং পরিবারের সদস্যদের জন্য চমকও বয়ে আনে।

উপকরণ: ৩-৪টি শুকনো রুটি বা চপাটি,আধা কাপ হালকা গরম দুধ, ১-২ চা চামচ দুধের গুঁড়ো বা খোয়া, এক চিমটি এলাচ গুঁড়ো, ভাজার জন্য ঘি বা তেল, চিনির সিরাপের জন্য: আধা কাপ চিনি, এক কাপ জল, কয়েক ফোঁটা গোলাপজল রুটি গোলাপ জামুন তৈরির ধাপ ডো তৈরি---রুটিগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। তারপর গরম দুধে ভিজিয়ে রাখুন প্রায় ১০ মিনিট। নরম হয়ে গেলে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে একটি মসৃণ ডো বানান। এতে মিশিয়ে দিন দুধের গুঁড়ো বা খোয়া এবং এক চিমটি এলাচ গুঁড়ো। বল আকারে গড়া—ডো থেকে ছোট ছোট বল বানান, ঠিক গোলাপ জামুনের মতো।

ভাজার প্রক্রিয়া—কড়াইয়ে মাঝারি আঁচে ঘি বা তেল গরম করুন। ধীরে ধীরে বলগুলো ভেজে নিন যতক্ষণ না সোনালি বাদামি হয়।

সিরাপে ডুবানো— চিনি ও জল একসঙ্গে ফোটান। সিরাপ ঘন হয়ে এলে গোলাপজল মেশান। হালকা গরম সিরাপে ভাজা বলগুলো ডুবিয়ে রাখুন অন্তত ৩০ মিনিট। ফলাফল? বলগুলো সিরাপ টেনে নিয়ে একেবারে আসল গোলাপ জামুনের মতো হয়ে উঠবেনরম, রসালো আর সুস্বাদু।

পরিবেশন--- এই রুটি গোলাপ জামুন পরিবেশন করা যায় গরম বা ঠান্ডাদুটোভাবেই। অতিথি আপ্যায়ন, উৎসবের সন্ধ্যা কিংবা পরিবারের সঙ্গে মিষ্টি খাওয়ার মুহূর্তে এটি হবে নতুন স্বাদের সংযোজন। চাইলে উপরে বাদাম কুঁচি বা পেস্তা ছিটিয়ে পরিবেশন করলে বাড়তি আভিজাত্য আসবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সঙ্গম--- স্বাস্থ্যকর দিক: রুটিতে ফাইবার থাকে, আর খোয়া ও দুধের গুঁড়ো মিষ্টির প্রোটিন বাড়ায়।--- পরিবেশবান্ধব: বেঁচে যাওয়া খাবারকে কাজে লাগানো মানে খাদ্য অপচয় রোধ, যা টেকসই জীবনযাত্রার অন্যতম বার্তা।

## শীতের রান্নায় নতুন ছোঁয়া

শীতকাল এলেই বাজারে পাওয়া যায় টাটকা ফুলকপি। আর সেই ফুলকপি দিয়ে নানা পদ বানানো যায়। কখনও ফুলকপি আলুর তরকারি, কখনও আবার ফুলকপির রোস্ট এ সব তো অনেকেই বাড়িতে বানান। এ বার সাধারণ আলু-ফুলকপি তরকারি ভুলে যান, বাড়িতে সহজে বানিয়ে নিন ফুলকপির ডালনা। একেবারে ভাতের সেরা সঙ্গী! নরম ফুলকপি, ঘন ঝোল আর মশলার ঘ্রাণ সব মিলিয়ে এই ডালনা শীতের দুপুরকে করে তোলে আরও উষ্ণ আর মজাদার।

ফুলকপির ডালনার উপকরণ

ফুলকপি ১টি (মাঝারি, টুকরো করে কাটা), আলু ২টি (চৌকো করে কাটা), টমেটো ১টি (কুচি করা), পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ, গরম মশলা হাফ চা চামচ, তেজপাতা ১টি, জিরে ১ চা চামচ, নুন পরিমাণমতো, চিনি হাফ চা চামচ, সর্ষের তেল পরিমাণমতো।

"আইসিসি প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা ছিল...", রিচার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সৌরভে আপ্লুত মমতা ফুলকপির ডালনা বানানোর পদ্ধতি

প্রথমেই ফুলকপি ভেজে নেওয়া ফুলকপি টুকরোগুলো হালকা গরম জলে হলুদ দিয়ে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। জল ঝরিয়ে সর্ষের তেলে হালকা সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। এতে গন্ধ কমে ও স্বাদ বাড়ে।

এ বার আলু ভাজা

একই কড়াইতে আলু ভেজে হালকা লালচে করে নিন। আলু-ফুলকপি ভাজা থাকলে ডালনার ঘ্রাণ আলাদা হয়।

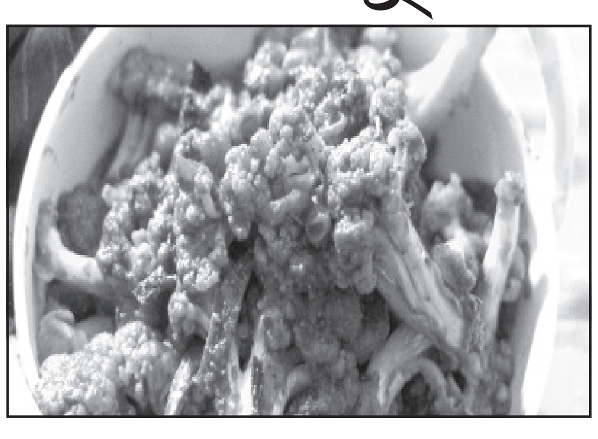

মশলা ফোড়ন দেওয়া

কড়াইতে আরও একটু তেল দিয়ে জিরে ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। তারপর পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভাজুন যতক্ষণ না রঙ বদলায়।

মশলার পেস্ট আদা-রসুন বাটা, হলুদ, লাল লঙ্কা, জিরে গুঁড়ো দিয়ে কষতে থাকুন। এ বার টমেটো দিন। তা নরম হয়ে গেলে বুঝবেন মশলা কষা হয়েছে।

সবজি যোগ করা

ভাজা আলু ও ফুলকপি দিয়ে মশলার সঙ্গে ভাল ভাবে নেড়ে কষে নিন। এতে মশলা সবজির মধ্যে ঢুকে যাবে। ঝোল তৈরি পরিমাণমতো গরম জল দিন। নুন, চিনি ঠিক করে দিন। ঢেকে দিন ১০ মিনিট। এ বার ফুলকপি নরম হলেই বুঝবেন ডালনা তৈরি হয়ে এসেছে।

শেষে সুগন্ধ

শেষে সামান্য গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। চাইলে উপর দিয়ে এক ফোঁটা ঘি দিলে ঘ্রাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

গরম ভাত, রুটি বা পরোটার সঙ্গে ফুলকপির ডালনা এ যেন শীতের আসল সুখ। ঘরোয়া অথচ লোভনীয় এই রান্না একবার বানালে বুঝতে পারবেন, সহজ উপকরণ দিয়েও কতটা সুস্বাদু পদ তৈরি হতে পারে। এই শীতে আপনার রান্নাঘরেও যেন ভেসে বেড়ায় ফুলকপির ডালনার মায়াবী গন্ধ!

## ঠান্ডায় চাই ত্বকের সুরক্ষা

শীত এলেই ত্বকের আদ্রতা কমে গিয়ে খসখসে ভাব, টানটান অনুভূতি আর রুক্ষতা বেড়ে যায়। এই সময় কোল্ড ক্রিম অনেকেরই দৈনন্দিন স্কিনকেয়ারের প্রধান সঙ্গী। তবে শুধু কোল্ড ক্রিম লাগালেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। সঠিকভাবে ব্যবহার করাই ত্বককে রাখবে নরম, মসৃণ ও হাইড্রেটেড। এক ঝলকে দেখে নিন কোল্ড ক্রিম ব্যবহারের কিছু জরুরি নিয়ম ও সতর্কতা।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী কোল্ড ক্রিম বাছাই করুন

অনেকেই ভাবেন কোল্ড ক্রিম সব ত্বকের জন্য একই রকম কাজ করে। আসলে শুষ্ক ত্বকের জন্য হেভি, ল্যানোলিন বা শিয়া বাটারযুক্ত ক্রিম ভাল, আর তেলতেলে ত্বকের জন্য লাইটওয়েট ও নন-কমেডোজেনিক ফর্মুলা বেছে নেওয়া জরুরি।

স্কিন পরিষ্কার করে তারপর কোল্ড ক্রিম লাগান

ময়লা বা ঘাম জমে থাকা ত্বকে কোল্ড ক্রিম লাগালে পোর্স ব্লক হয়ে পিম্পল দেখা দিতে পারে। তাই মুখ ভাল করে ফেসওয়াশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

অতিরিক্ত পরিমাণ ব্যবহার করবেন না

অনেক বেশি কোল্ড ক্রিম লাগালে ত্বকে অয়েল জমে যেতে পারে। অল্প পরিমাণই যথেষ্ট।

দিন-রাত আলাদা ক্রিম ব্যবহার করুন

দিনে হালকা কোল্ড ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার লাগান। অতিরিক্ত তেল ত্বককে ভারী করে দেবে। রাতে গভীর ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম ত্বককে রিপেয়ার করতে সাহায্য করে।

সূর্যের আলোয় বের হলে এস পি এফ ব্যবহার করুন

কোল্ড ক্রিমে সাধারণত সানস্ক্রিন থাকে না। তাই দিনের বেলা ক্রিম লাগানোর পর উপরে অবশ্যই এস পি এফ ৩০ বা তার বেশি সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।

মেকআপের আগে সতর্ক থাকুন

মেকআপের আগে খুব হেভি কোল্ড ক্রিম লাগালে মেকআপ ঠিকভাবে বসে না। তাই মেকআপের আগে লাইট ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন।

ত্বকের সমস্যা থাকলে প্যাচ টেস্ট করুন অতিরিক্ত সুগন্ধি বা কেমিক্যালযুক্ত কোল্ড ক্রিম অনেকের ত্বকে জ্বালা বা অ্যালার্জি তৈরি করতে পারে। সেক্ষেত্রে হাতের উপরে অল্প লাগিয়ে টেস্ট করে নিন।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে হালকা ম্যাসাজ

রাতের বেলা কোল্ড ক্রিম দিয়ে হালকা ম্যাসাজ রক্ত চলাচল বাড়ায় এবং ত্বককে আরও গভীরভাবে পুষ্টি দেয়।

শীতের রুক্ষ বাতাস এবং কম আর্দতা ত্বককে দ্রুত শুষ্ক করে দেয়। তাই কোল্ড ক্রিম ব্যবহার শুধু বিলাসিতা নয়, বরং প্রয়োজনীয় যত্ন। তবে সঠিকভাবে ব্যবহার করাই ত্বককে রাখবে উজ্জ্বল, মসৃণ ও স্বাস্থ্যকর। আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী ক্রিম বেছে নিন এবং এই নিয়মগুলো মানলে শীতেও থাকবে সুন্দর, উজ্জ্বল ত্বক।

## ব্যায়াম: নিয়ম করে করলে বাতের ব্যথা দূরে থাকবে

বাতের ব্যথার সমস্যায় ইদানীং জর্জরিত কমবয়সিরাও। অফিসে দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গা বসে থাকা, শরীরচর্চার সময় না পাওয়া, শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি, ভিটামিন ডি-র অভাবের কারণে এই ব্যথা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দেহের ওজন বাড়লে হাঁটু ও কোমরের ব্যথাও বাড়ছে। তাই জীবনযাপনে খানিক বদল আনা জরুরি। তবে আমেরিকার "সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন" জানাচ্ছে বাতের ব্যথায় সুস্থ থাকতে কয়েকটি ব্যায়াম নিয়ম করে করা জরুরি।

কোন ব্যায়ামে বশে থাকবে বাতের ব্যথা? হাফ স্কোয়াট এই ব্যায়াম করতে হবে দাঁড়িয়ে। হাত দু'টি সামনের দিকে তুলে রাখুন, চাইলে মুঠোও করতে পারেন। এ বার অল্প বসার চেষ্টা করুন। তবে পুরোপুরি নয়, অর্ধেক বসার ভঙ্গি পর্যন্ত রেখেই উঠে পড়ুন। এ ভাবে অন্তত ১০টি সেট করতে হবে। এই হাফ স্কোয়াট করতে সাধারণত ব্যথা হওয়া উচিত নয়। তবে কারও ব্যথা হলেও তা প্রাথমিক। নিয়মিত অভ্যাস করলে স্কোয়াট বা হাফ স্কোয়াটে ব্যথা হবে না।

লেগ রেজ

মাটিতে টানটান হয়ে শুয়ে দু'হাতের তালু মেঝের উপরে রাখুন। এ বার বাঁ পা আস্তে আস্তে উপরে তুলুন। মাটি থেকে অন্তত ৪৫ ডিগ্রি কোণে

তুললে ভাল। পাঁচ সেকেন্ড ও ভাবে পা তুলে রাখুন। তার পরে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিন। এই একই পদ্ধতিতে ডান পা ওঠান এবং উপরে কিছু ক্ষণ রেখে নামিয়ে নিন। শুরুর দিকে দু'পায়ে চার বার করে এই লেগ রেজ ব্যায়াম করতে পারেন। পরে ক্ষমতা বাড়লে আট-দশ বার পর্যন্ত বাড়াতে পারেন লেগ রেজের সেট।

মঙ্গলবার বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

# আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি এগিয়ে চলছে, ট্রাম্প বললেন ট্যারিফ কমানো হবে

ওয়াশিংটন, ১১ নভেম্বর ২০২৫: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে এবং দুই দেশ একটি সমতল চুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্প জানান, তিনি আশা করছেন যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় পণ্যের ওপর আরোপিত ট্যারিফ কমানো হবে।

মঙ্গলবার সের্জিও গোরের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন ট্রাম্প, যেখানে তাকে ভারতের নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমরা ভারত সঙ্গে একটি চুক্তি করছি, যা আগের চুক্তির থেকে অনেক আলাদা হবে। এখন তারা আমাকে ভালোবাসে না, তবে শীঘ্রই তারা আমাদের আবার ভালোবাসবে। আমরা একটি ন্যায়সঙ্গত চুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ভারত অত্যন্ত দক্ষ আলোচনা কারী, সুতরাং সের্জিও, তোমাকে এ বিষয়ে নজর রাখতে হবে,' ট্রাম্প বলেন।

পরে প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'ভারতের ওপর বর্তমানে উচ্চ ট্যারিফ আরোপিত আছে, বিশেষত রুশ তেলের কারণে। তবে তারা এখন রুশ তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে, যার ফলে এই পরিমাণ কমে গেছে। আমরা এক সময় ভারতের ওপর ট্যারিফ কমাবো।'

এদিকে, ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়াল ৫ নভেম্বর বলেন, 'ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা খুব ভালোভাবে চলছে, তবে কিছু সংবেদনশীল এবং গম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা এখনও চলমান।' গোয়াল আরও জানান, 'বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা অনেক সময় নিচ্ছে কারণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাকি রয়েছে। তবে আমরা আশা করি, শীঘ্রই একটি সমাধান আসবে।'

এই চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের বাণিজ্য পরিমাণ ১৯১ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে, পাঁচটি রাউন্ড আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে অক্টোবর ২৩ তারিখে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ধাপের চুক্তি ২০২৫ সালের শেষে স্বাক্ষরিত হওয়ার আশা করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসে, গোয়াল আমেরিকায় একটি মন্ত্রীসভা প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়ে এই আলোচনা এগিয়ে নেন। এর পাশাপাশি, মার্কিন সরকারের দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেনডন লিঞ্চও ভারত সফর করেন এবং দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যে আলোচনা করেন।

দুটি দেশের মধ্যে এই বাণিজ্য আলোচনা আরও গভীর এবং ফলপ্রসূ হওয়ার পথে এগোচ্ছে, যা আগামী বছরগুলিতে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

**NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 33/EE/AGRI/W/2025-26**

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

| Sl. No. | Name of work & e- D.N.I.T NO. | Estimated Cost | Earnest Money | Last date of e-bidding | Date of opening | Class of Tender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Development of infrastructure facilities at Goliraibari 01(one) no. double storied market and separate Toilet block under Jampuijala Agri sub-Division ,Sepahijala District (RIDF-XXVIII SCHEME 2022-23)/ S.H :- Providing Internal Electrification. (44/AGRI/EE(WEST)/2025-26) | Rs. 4,65,550/- | Rs. 9,311/- | Up to 18/11/2025 at 2.00 PM | At 3.00 PM on 18/11/2025 ( If possible) | Appropriate Class |
| 2 | Construction of Double storied Market stalls at Kemtali under Mohanbhog Agri. Sub-Division/S.H:-Providing Electrical Installation. (45/AGRI/EE(WEST)/2025-26) | Rs. 4,42,347/- | Rs. 8,847/- | | | |
| 3 | Development of infrastructure facilities of primary Rural Market at Rangmala 01 (one) no single storied and 01(one) no. double storied market and separate Toilet block under Bishalgarh Agri sub-Division ,Sepahijala District. Under RIDF-XXV during 2019-20/ S.H :- Providing Internal Electrification.(Total-02 (Two units) (46/AGRI/EE(WEST)/2025-26) | Rs. 9,71,882/- | Rs. 19,438/- | | | |
| 4 | Construction of Fish and Meat, Rice, Paddy, Pulses and Vegetable shed with RCC Flat Roof covered market shed at Shibnagar Market shed under Mohanbhog Agri sub-Division/SH:-Const. of Double storied Market stall at Shibnagar Market Complex under Mohanbhog Agri Sub-Division under Sepahijala District, Tripura/S.H:- Providing Electrical Installation. (47/AGRI/EE(WEST)/2025-26) | Rs. 6,70,196/- | Rs. 13,404/- | | | |

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-2894/25

**(Dr. Debasis Deb)**
**Executive Engineer (West)**
**for and on behalf of Governor of Tripura**
**Department of Agriculture & F.W**
**Agartala, Tripura (West)**

**PNIT NO: 26/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated-07/11/2025**

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R.D Amarpur Division, Government of Tripura invites item wise e-tender for procurement of the following stores from the eligible bidders in PWD form-8 Up to 21/11/2025 upto 15.00 Hours for the following work:

| Sl No. | Name of the Item | Earnest Money & Bid Fee | Last date and time for document downloading and bidding | Time and date of Opening of I Bid | Document downloading and biding at application | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procurement of Coarse Sand & Local Sand at various worksites under Amarpur, Ompi and Karbook R D Block under Gomati District, Tripura. (Bidder cannot participate more than two RD Block area) DNIT No. - 40/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-04/08/2025 | EMD : Rs. 30,000.00 Bid Fee : Rs. 1,000.00 (Non Refundable) | 21/11/2025 Upto 15..00 Hrs | 21/11/2025 At 15.30 Hrs | https://tripuratenders. gov.in | Appropriate Clas |
| 2 | Procurement and supply of Paint items at various worksites under Amarpur, Ompi, Karbook and Silachari R D Block under Gomati District Tripura. DNIT No. 41/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-16/09/2025 | EMD : Rs. 20,000.00 Bid Fee : Rs. 1,000.00 (Non Refundable) | 21/11/2025 Upto 15..00 Hrs | 21/11/2025 At 15.30 Hrs | | |
| 3 | Detail survey for preparation of plan, long section, cross section, earth volume report and details area calculation report and geotechnical investigation for the different project at various construction worksites under RD, Amarpur Division, Gomati, Tripura. DNIT No. 42/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-16/09/2025 | EMD : Rs. 20,000.00 Bid Fee : Rs. 1,000.00 (Non Refundable) | 21/11/2025 Upto 15..00 Hrs | 21/11/2025 At 15.30 Hrs | | |
| 4 | Procurement of Sized Timber at various worksites under under Amarpur, Ompi, Karbook and 4 Silachari R D Block under Gomati District,Tripura. DNIT No. 43/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-16/09/2025 | EMD : Rs. 20,000.00 Bid Fee : Rs. 1,000.00 (Non Refundable) | 21/11/2025 Upto 15..00 Hrs | 21/11/2025 At 15.30 Hrs | | |
| 5 | Procurement of Internal Electrification items at various worksites under Amarpur, Ompi, Karbook and Silachari R D Block under Gomati District Tripura. DNIT No. 44/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-16/09/2025 | EMD : Rs. 20,000.00 Bid Fee : Rs. 1,000.00 (Non Refundable) | 21/11/2025 Upto 15..00 Hrs | 21/11/2025 At 15.30 Hrs | | |
| 6 | Procurement and supply of Tiles and Marble for various worksites under Amarpur, Ompi, Karbook and Silachari R D Block under Gomati District Tripura. DNIT No.- 45/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-16/09/2025 | EMD : Rs. 20,000.00 Bid Fee : Rs. 1,000.00 (Non Refundable) | 21/11/2025 Upto 15..00 Hrs | 21/11/2025 At 15.30 Hrs | | |

ICA/C-2901/25

**(Er. Md. Abul Hossain)**
**Executive Engineer**
**RD Amarpur Division Amarpur,**
**Gomati Dist., Tripura**

# জুডো খেলোয়ারদের হাতে জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জুডো ফেডারেশন অফ অন্ডিয়া, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল ও ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন অনুমোদিত অল ত্রিপুরা জুডো এসোসিয়েশনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলেআয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, রাজ্য স্পোর্টস সেল এর প্রভাবে অমল দে, ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি স্বপন সাহা সহ এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। বৈঠকে এদিন রাজ্যভিত্তিক জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ ও জুডো বেল্ট গ্রেডেশন পরীক্ষা ২০২৫ এর সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়। রাজ্যে জুডো খেলার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে রাজ্য জুডো এসোসিয়েশন। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ। আর এই প্রতিযোগিতার আগেই সাব-জুনিয়র জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে চলেছে ত্রিপুরা। আগামী ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সাব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ১৯ সদস্যের চূড়ান্ত রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়। আগামীকাল রেল পথে রাজ্য দল হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে আগরতলা ত্যাগ করবে। তার আগে মঙ্গলবারের বৈঠকে রাজ্যের খেলোয়ারদের হাতে নতুন জার্সি তুলে দিলেন জুডো এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

***নিখোঁজ সংবাদ***

**Ref:- Bishalgarh Women PS G.D Entry No-07, Dated- 30-10-2025**

উপরিউক্ত ছবিটি ইছান বেগম, বয়স-২২, স্বামী- ইশব আলী, সাং- কাঞ্চনমালা, থানা- আমতলী, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ২২ বছর, উচ্চতা- ৫ফুট,গায়ের রং- ফর্সা, পোশাক- গোলাপি রঙের চুড়িদার। উক্ত মহিলাটি গত ২৯-১০-২০২৫ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।

উপরিউক্ত নিখোঁজ এই মহিলাটি সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

**যোগাযোগের ঠিকানা :-**
**পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-**
**দূরভাষ নম্বর :-**
৬০০৯৪২০৬০৪ (এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা)
৯৪০২৫৭৩৯২২ (ও.সি. বিশালগড় মহিলা থানা)

**ICA/D-1320/25**

**ইতি, পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা , বিশামগঞ্জ**

**NIT No.:-e-PT-I/EE/RDSD/2025-26 DATED 06/11/2025 (2nd Call)**

The Executive Engineer, RD Store Division Agartala, West Tripura invites e-tender (Two Bid) from eligible bidders upto 15/11/2025(3.00 PM) for "Procurement of ISI marked (IS:14246) pre-painted galvanized sheet) For details, visit website https://tripuratenders.gov.in including supply of pre-painted plain formed ridge of same quality and material (Zinc coating 50 -120 GSM, profile of sheet - thickness (TCT)- 0.40mm, quantity -450 MT.

**ICA/C-2898/25**

**Executive Engineer**
**RD Store Division**
**Agartala**

**F.No.5/3/5/Esst./Tender/BMM/HRM/TRLM/2020-21/2632**
**Dated: 07 /2025**

SHORT NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR SUPPLY OF COOKED FOOD AND DRINKING WATER

Expression of Interest is hereby invited from the bonafided Caterers/ SHG/ VO/CLF/ only for supplying and serving of Cooked food like Tiffin, Lunch, Drinking water under the office of the Block Mission Manager(BDO), Hrishyamukh R.D Block, Belonia South Tripura during trainings/meetings/senuber/workshop etc as per the approved rate. The details terms and condition are available at the office of the undersigned and may be obtained on all working day from 11.00 AM to 4.30 PM till 26th November, 2025. The Last date for Submission of EOI as per format is 27th November, 2025 till 4.00 PM.

The details can be seen in the website www. trlm.gov.in/ www. rural. tripura.gov.in/ www. Tripura.gov.in.

**(MD Nuru Jaman Islam,TCS) Block Mission Manager (BDO)**
**TRLM, Hrishyamukh, R.D Block Belonia, South Tripura**

**ICA/C-2906/25**

**NOTICE INVITING e-TENDER**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-24/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 05/11/2025.**

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES / CPWD /Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

| Sl No. | DNIe-T No. | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Bid Fee | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No. 71/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26 | 9,65,592.00 | 19,312.00 | 180 Days | 1,000.00 | Appropriate Class |
| 2 | DNIe-T No. 72/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26 | 9,70,688.00 | 19,414.00 | 180 Days | 1,000.00 | Appropriate Class |
| 3 | DNIe-T No. 73/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26 | 4,31,118.00 | 8,622.00 | 180 Days | 1,000.00 | Appropriate Class |
| 4 | DNIe-T No. 74/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26 | 9,48,138.00 | 18,963.00 | 90 Days | 1,000.00 | Appropriate Class |
| 5 | DNIe-T No. 75/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26 | 9,58,949.00 | 19,179.00 | 180 Days | 1,000.00 | Appropriate Class |

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 05/11/2025 at 15.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-13/11/2025 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 13/11/2025 at 15.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

**For and on behalf of the Governor of Tripura"**

**ICA/C-2909/25**

**(Er. Samir Debbarma)**
**Executive Engineer**
**PWD (DWS) Division, Jirania**
**Ranirbazar, West Tripura**

## Notice

It is for information of all people / citizens living in the block area of Belbari R.D. Block, that the below mentioned families have been provided with PMAY-G house and 1st and 2nd installment have been transferred to their bank account. But the beneficiaries are not traceable at their location also some beneficiaries had been expired. Now, therefore the beneficiaries /legal heir of beneficiaries are hereby directed to report/ contact the authority of this block, within three days from publication of this notice, failing which their name will be considered for deletion from PWL (Permanent Waiting List) of PMAY-G and no appeal / request by beneficiaries will be entertained after 3 (three) days of publication of this notice

| SL.No | Name of Block | Name of VC | BENEFICIARY NAME | Beneficiary ID | Installment paid | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belbari | Belbari | Anna Laxmi Debbarma | TR125986897 | 48000 | Expired |
| 2 | | Bubagra | Sushil Debbarma | TR1137057 | 48000 | Expired |
| 3 | | Champaknagar | Kamal Debbarma | TR1149294 | 48000 | Expired |
| 4 | | Champaknagar | Shambhu Debbarma | TR1309122 | 48000 | Traceless |
| 5 | | Janmejoynagar | Saheb Debbarma | TR129055153 | 98000 | Traceless |
| 6 | | Paschim Jiraniakhala | Hira Debbarma | TR1039782 | 48000 | Expired |

**ICA/D-1318/25**

**(Samiran Ray, TCS)**
**Block Development Officer**
**Belbari RD Block, West Tripura.**

# মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কংগ্রেস, জোট সঙ্গী শিবসেনা (ইউবিটি) সমালোচনা করেছে

মুম্বই, ১১ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনে এককভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা বিজয় ওয়াদেত্তির মঙ্গলবার এই ঘোষণা করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, রাজ্য ইউনিট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে এবং তারা অনুমোদনও পেয়েছে। এর ফলে কংগ্রেস মুম্বইসহ ২৪৬টি পৌরসভা এবং ৪২টি নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এককভাবে অংশগ্রহণ করবে।

এদিকে, কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে তীব্র সমালোচনা করেছে মহা বিকাশ আঘাদি (এমভিএ) জোটের অন্যতম সঙ্গী শিবসেনা (ইউবিটি)। শিবসেনা (ইউবিটি)-এর মুখপাত্র আনন্দ দুলে বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেসের দুর্বল পারফরম্যান্সের কথা তুলে ধরে বলেন, 'কংগ্রেসকে হরিয়ানা, গুজরাট এবং রাজস্থানে তাদের খারাপ পারফরম্যান্স নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, এবং অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে দোষারোপ না করে নিজের দিকে তাকাতে হবে।'

দুলে আরও জানান, 'শিবসেনা (ইউবিটি) নিজেদের শক্তিতে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত। আমরা কাউকে উপর নির্ভরশীল না হয়ে এককভাবে নির্বাচন করতে সক্ষম।'

এছাড়া, কংগ্রেস শিবসেনা (ইউবিটি) এবং মহারাষ্ট্র নব নির্মাণ সেনা (এমএনএস)-এর মধ্যে বাড়তে থাকা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কংগ্রেসের আশঙ্কা, যদি এমএনএস মহা বিকাশ আঘাদি জোটে যোগ দেয়, তাহলে তাদের ঐতিহ্যগত উত্তর ভারতীয় এবং সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

স্থানীয় নির্বাচন ঘোষণার পর, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্তের পর বিজেপি এমভিএ জোটকে কটাক্ষ করে একটি মন্তব্য করেছে। বিজেপি বিধায়ক প্রবীন দারেকর বলেন, 'এমভিএ পুরোপুরি অরাজক অবস্থায় রয়েছে।'দারেকর আরও বলেন, 'যেমন উদ্ভব ঠাকরে, তার ভাই রাজ ঠাকরে, উভয়ই হিন্দুত্বের মূলনীতির প্রতি একে একে দূরে সরে যাচ্ছেন। তবুও, কংগ্রেস দুই দলকেই নির্বাচনের আগে ত্যাগ করেছে।'যদিও কংগ্রেস এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে তারা জোট সঙ্গীদেরকে রাজ্যে "ল্যান্ড স্ক্যাম" অভিযোগ-এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী লড়াই চালানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছে। কংগ্রেস নেতা নানা পটেল মঙ্গলবার বলেন, 'রাজ্যে একটি ডিলারের সরকার চালানো হচ্ছে এবং এটি মুম্বই, নবি মুম্বই, থানে সহ বিভিন্ন শহরে ভূমি কেলেঙ্কারিতে উসকানি দিচ্ছে।' তিনি পার্থ পওয়ারের ভূমি ডিল কেলেঙ্কারি অভিযোগের উদাহরণ টেনে ধরেন।

পটেল আরও বলেন, 'শরদ পওয়ারকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি যাতে এই স্ক্যামগুলি প্রকাশ করা যায়।'

এছাড়া, পটেলের একটি বিতর্কিত মন্তব্যের পর, যেখানে তিনি শরদ পওয়ারকে কংগ্রেসকে দুর্বল করার অভিযোগ করেছিলেন, সেই বিষয়ে সাংবাদিকরা তার কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'এটি অস্বীকার করার কিছু নেই যে, রাজ্যে সমস্ত দল কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে।'

মহারাষ্ট্রে স্থানীয় নির্বাচন ২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে, এবং এই নির্বাচনটি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

# ধর্মেন্দ্র চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন, পরিবারের পক্ষ থেকে মিথ্যে খবরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

মুম্বাই, ১১ নভেম্বর : বলিউডের হি-ম্যান খ্যাত বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র বর্তমানে চিকিৎসার মাধ্যমে সাড়া দিচ্ছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। তার স্ত্রী হেমা মালিনী ও কন্যা এষা দেবল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে কিছু অনির্দিষ্ট সূত্রে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন।মঙ্গলবার সকালে হেমা মালিনী তার অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'এটা অসামান্য! কিভাবে কিছু দায়িত্বশীল চ্যানেল এমন মিথ্যে খবর ছড়িয়ে দেয়, যখন ব্যক্তি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে এবং সুস্থ হচ্ছে? এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। পরিবারের গোপনীয়তা ও শ্রদ্ধা দেওয়ার অনুরোধ করছি।'ধর্মেন্দ্র, যিনি বলিউডে 'হি-ম্যান' হিসেবে পরিচিত, তার পরবর্তী সিনেমা "ইক্কিস" ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে।অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ১৯৬০ সালে 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে'" সিনেমা দিয়ে। ২০১২ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ৬ দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে "যাদোন কি বারাত", "মেরা গাঁও মেরা দেশ", "নাউকার বিবি কা", "ফুল অর পাথর", "বেটাব" এবং "ঘায়াল"সহ একাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমায় অভিনয় করেছেন।পঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণকারী ধর্মেন্দ্র ১৯৫৪ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রথমে প্রাকাশ কৌরকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে হেমা মালিনীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে এবং ১৯৮০ সালে তাকে বিয়ে করেন।অতীতেও যেমন, বর্তমানে ৮৯ বছর বয়সেও ধর্মেন্দ্র সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়, যেখানে তিনি নিয়মিত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও প্রাকৃতিক কৃষির প্রচার করেন। তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তাকে ট্র্যাক্টর চালাতে, কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকতে এবং কৃষির সহজ জীবন পাঠদান করতে দেখা যায়।

# ভারত জয় করে রাজ্যে ফিরলেন দাবারু আর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে এ বছর অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সাব জুনিয়র বালিকাদের দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতায় রাজ্যের হয়ে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের সোনার মেয়ে আর্শিয়া দাস। প্রতিযোগিতার একেক রাউন্ডে প্রতিপক্ষদের হারিয়ে সাড়ে দশ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় আর্শিয়া। জাতীয় স্তরের আসরে রাজ্যের নাম আরো একবার আর্শিয়া উজ্জ্বল করায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি রাজ্যের ক্রীড়া প্রেমীরা। চ্যাম্পিয়নের শিরোপা নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরের বিমানে রাজ্যের মাটিতে পা রাখে আর্শিয়া। এদিন বিমানবন্দরে তাকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাজ্য দাবা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আগরতলা পৌরনিগমের কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। এসোসিয়েশনের তরফে অভ্যর্থনা পেয়ে স্বাভাবিকভাবে আপ্লুত বিস্ময় দাবারু আর্শিয়া। এদিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে আর্শিয়া জানান আগামী দিন তার অবশ্যই লক্ষ্য গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়া। তার পাশাপাশি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, এশিয়া চ্যাম্পিয়ন ও কমনওয়েলথ গেমসের মত আসরে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। আর সেই উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে তার প্রচেষ্টা আগামী দিন অব্যাহত থাকবে বলে জানান আর্শিয়া।

## আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে জনস্বার্থ সম্পর্কিত সাত দফা দাবিতে ধলাই জেলাশাসক মারফতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে জনস্বার্থ সম্পর্কিত সাত দফা দাবিতে ধলাই জেলা শাসকের মারফতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আমরা বাঙালী ধলাই জেলা কমিটির উদ্যোগে জনস্বার্থ সম্পর্কিত দাবি গুলো অতি স্বত্বর পূরণের জন্য দাবি জানিয়েছেন দলের পক্ষ থেকে।

দাবি গুলো হল গত ২৩ শে অক্টোবর তথাকথিত সিভিল সোসাইটির তরফে ২৪ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধকে কেন্দ্র করে ধলাই জেলার শান্তির বাজারে স্থানীয় ব্যবসায়ীসহ প্রশাসনিক পদাধিকারীদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের ঘটনায় যুক্ত সমস্ত অপরাধীদের সনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বন্ধকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজারের ঘটনায় যারা শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ রাজ্য সরকার কে দিতে হবে।শান্তির বাজারে বন্ধকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে যাদের দোকান পাট ভাঙচুর,লুটপাট হয়েছে তাদের মধ্যে তদন্ত ক্রমে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ প্রত্যেক দোকান মালিককে ৪০ লাখ ও কম ক্ষতিগ্রস্তদের ১০ লাখ টাকা করে নূন্যতম সরকারি সাহায্য দিতে হবে।শান্তির বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মানুষের নিরাপত্তার জন্যে বাজার সংলগ্ন এলাকায় স্থায়ী পুলিশ পিকেট বা টি এস আর ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে।

শান্তির বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মদসহ সব ধরনের ড্রাগসের লাইসেন্স প্রদান বন্ধ করতে হবে। এই ব্যাবসার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গেপ্তার করে উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।ব্লক ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গহণ করে স্থানীয় একশো শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।ইতিহাস বিকৃতি করে সব ধরনের অপপ্রচার বন্ধ করে জাতি জনজাতির মধ্যে সুসম্পর্ক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য।

আমরা বাঙালী দলের প্রতিনিধিরা ধলাই জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে শান্তির বাজারে পরিদর্শন করে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন দলের প্রতিনিধিগণ। আজকের ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে মূলত শান্তির বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষায়।

## আগরতলায় এনসিসি-র উদ্যোগে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১১ নভেম্বর :ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (গুঙ্গঞ্চ)-এর কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে এবং ত্রিপুরার ১৫ নম্বর এনসিসি ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাসে দশদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আজ অনুষ্ঠিত হয়।

"যুবা আপদা মিত্র" নামে পরিচিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের সময় সাধারণ মানুষকে সহায়তা প্রদানে এনসিসি ক্যাডেটদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিজেশ পান্ডে, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা নিরাজ কুমার চঞ্চল, এবং ১৫ ত্রিপুরা এনসিসি ব্যাটালিয়নের কর্নেল রোহন গুপ্তা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

উল্লেখ্য, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে এনসিসি ক্যাডেটদের দুর্যোগের সময় উদ্ধার অভিযান, প্রাথমিক চিকিৎসা, নিরাপদ আশ্রয় ব্যাবস্থা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## খোয়াই শহরে পুলিশের অভিযানে আটক ২৫ লিটার অবৈধ চুলাই মদ

আগরতলা, ১১ নভেম্বর :খোয়াই শহরকে অবৈধ নেশামুক্ত করতে পুলিশ অভিযানে নেমে বড় সাফল্য পেল। মঙ্গলবার দুপুরে খোয়াই পৌর পরিষদের অন্তর্গত এন.পি.সি. পাড়ায় গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫ লিটার দেশী মদ আটক করল খোয়াই থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার বাসিন্দা সজল গোপ ওরফে মরণ গোপ নিজের বাড়িতেই অবৈধভাবে দেশীয় চুলাই মদ তৈরি ও বিক্রির ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ উদ্ধার করে। অভিযানের পর পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। খোয়াই থানার পুলিশ আধিকারিক জানান, শহরকে অবৈধ নেশা থেকে মুক্ত রাখতে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। দেশী মদ সহ নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিরুদ্ধে কোনওভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।

## সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতাপগড় মন্ডলে বিজেপির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতাপগড় মন্ডলে বিজেপির মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ প্রতাপগড় মন্ডলের উদ্যোগে মঙ্গলবার বি আর আম্বেদকর বিদ্যা ভবনের হলঘরে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য, মেয়র দীপক মজুমদার ,মনিকা দাস দত্ত , মন্ডল সভাপতি স্বপ্না দাস সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব। আগামী দিন কিভাবে প্রতাপগড় এলাকায় সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে আজকের বৈঠকে বক্তারা আলোচনা করেন।

## ঊনকোটিতে ডেঙ্গুর দাপট

● প্রথম পাতার পর

উচিত। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, হিরাছাড়া, কালাই গিরি এবং দেও ছাড়ার পাহাড়ি এলাকায় ডেঙ্গুর সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। মুরাইবাড়ি, গৌরনগর এবং কৈলাশহর শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড থেকেও নতুন করে আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। তবে নাগরিক সচেতনতা না বাড়লে এবং ডেঙ্গু এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের।

## প্রত্যেক দোষীকে

● প্রথম পাতার পর

সচিব, এনআইএ মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থার ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, বিস্ফোরণের তদন্তের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-কে দেওয়া হয়েছে। এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সরকার ঘটনাটিকে সন্ত্রাসবাদী হামলা হিসেবে দেখছে, কারণ এনআইএ সাধারণত শুধুমাত্র সন্ত্রাস সম্পর্কিত মামলার তদন্ত করে। বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক নলিন প্রভাতও অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। কর্মকর্তারা বিস্ফোরণের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, শীর্ষ তদন্ত সংস্থাগুলি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করছে এবং তারা এই ষড়যন্ত্রের গভীরে পৌঁছবে। এই জঘন্য কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এনআইএ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করেছে। এই বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ জনে। দিল্লি পুলিশ মঙ্গলবার ১১ নভেম্বর ইউএপিএ আইনের অধীনে মামলা দায়ের করেছে এবং রাজধানীর একাধিক স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় ১৩ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের কারণ এখনও পরিষ্কার নয়, তবে তদন্তের দায়িত্ব ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা পরই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে সারা রাত অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে তিনজন হলেন কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ও চিকিৎসক ড. উমর উন নবির পরিবারের সদস্য।

তদন্তে জানা গেছে, ড. উমর উন নবির সঙ্গে ফারিদাবাদ সন্ত্রাস মডিউলে ধৃত দুই কাশ্মীরি চিকিৎসকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ওই মডিউল থেকে ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লালকেল্লায় বিস্ফোরিত আই২০ গাড়িটি ড. উমর নিজেই কিনেছিলেন। তবে ফারিদাবাদ মডিউলের তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ। তাঁর পরিবারের তিনজন সদস্যকে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার কয়েল গ্রাম থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের বার্তায় স্পষ্ট, ভারত সরকারের কাছে এই ধরনের সন্ত্রাস বা ষড়যন্ত্রের কোনও স্থান নেই। প্রত্যেক অপরাধী তার পরিণতি ভোগ করবেই।

## আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়েব

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই ঘটনাটির তদন্তভার গ্রহণ করেছে দেশের প্রধান সন্ত্রাস দমন সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।

তদন্তকারীদের থেকে জানা গেছে, গ্রেপ্তার তিন চিকিৎসকের নাম ডা. মুজাম্মিল শাকিল, ডা. উমর মোহাম্মদ এবং ডা. শাহিন শাহিদ। মুজাম্মিল ও উমর কাশ্মীরের বাসিন্দা, আর শাহিনের বাড়ি লখনউয়ে। তিনজনই ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তদন্তে উঠে এসেছে, ফরিদাবাদে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সামগ্রীর সঙ্গে ডা. মুজাম্মিল শাকিলের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর ভাড়া নেওয়া দুটি ঘর থেকে ২,৯০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও বিস্ফোরক তৈরির অন্যান্য উপাদান উদ্ধার হয়েছে। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই থাকতেন, তবু আলাদা করে দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। এছাড়া মুজাম্মিলের সহকর্মী ডা. শাহিন শাহিদ-এর গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল ও বিপুল পরিমাণ গুলি।

তদন্তে আরও জানা গেছে, শাহিন শাহিদকে পাকিস্তানের নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন জইশ-ই-মোহাম্মদ-এর মহিলা শাখা জমাত উল-মোমিনাত-এর ভারতের ইউনিট গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন জইশ প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মাসুদ আজহারের বোন, সাদিয়া আজহার।

এই ঘটনার পরপরই সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে ঘটে যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বিস্ফোরিত গাড়িটি একটি হুন্ডাইi২০, এবং সেটি চালাচ্ছিলেন সন্দেহভাজন ডা. উমর মোহাম্মদ। নিরাপত্তা সংস্থার ধারণা, ফরিদাবাদে বিস্ফোরক উদ্ধারের পর পুলিশের তৎপরতা বাড়তেই উমর হয়তো আত্মঘাতী হামলার পথে গিয়েছিলেন। প্রথমে মৃতের সংখ্যা ছিল আট, পরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ জনে, আহত ২০ জনেরও বেশি। গাড়িটি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে লালকেল্লার সংলগ্ন পার্কিং লটে ছিল, পরে ধীরে ধীরে নেতাজি সুভাষ মার্গে চলার সময়েই তা বিস্ফোরিত হয়।

পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে গাড়িটির গতিপথ পুনর্গঠন করেছে। দেখা গেছে, সোমবার বিকেল চারটের দিকে তিনজন আরোহীসহ গাড়িটি দরিয়াগঞ্জ মার্কেট থেকে সুনেহরি মসজিদের দিকের পথে যাচ্ছিল। গাড়িটির হরিয়ানা রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল এবং এটি সম্প্রতি একাধিক মালিকানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে।

বিস্ফোরণের ঘটনার পর গোটা গুরগাঁও ও দিল্লি জুড়ে জারি হয়েছে উচ্চ সতর্কতা। গুরগাঁওয়ের মিনি সেক্রেটারিয়েটে একটি ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকরা সমন্বয় রেখে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

তদন্তকারীরা বলছেন, এটি কেবল একটি সাধারণ বিস্ফোরণ নয়, বরং ভারতের মাটিতে সক্রিয় একটি বৃহত্তর সন্ত্রাসী চক্রের অংশবিশেষযার মূল ছক ফাঁস করে দেওয়া এখন এনআইএর প্রধান চ্যালেঞ্জ।

## জিবি'তে ডাক্তার ও নার্সের

● প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর অনুযায়ী, হাসপাতালে হুইলচেয়ার ব্যবহারে মতভেদ থেকেই শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক, যা পরবর্তীতে হামলায় রূপ নেয়। ঘটনায় হাসপাতালের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়।

নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে দুই অভিযুক্তকে আটক করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে এবং মঙ্গলবারই তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যে কোনো চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। এই ঘটনায় চিকিৎসক মহলে ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার দাবিও উঠেছে।

## দোষীদের কোনো

● প্রথম পাতার পর

যারা যারা এই ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী, তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে। একজনকেও রেয়াত করা হবে না।

মোদী বলেন, ভারত "বসুধৈব কুটুম্বকম", অর্থাৎ এক পরিবারের আদর্শে বিশ্বাসী। ভুটানে বিশ্বশান্তি প্রার্থনা উৎসবে ভারতের যোগদানের কথা জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, গোটা বিশ্বের সাধু-সন্তরা বিশ্বশান্তির জন্য এখানে একত্রিত হয়েছেন এবং এই প্রার্থনায় সঙ্গী হয়েছেন ১৪০ কোটি ভারতীয়ও।

ভুটানের চতুর্থ রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর জীবনকে জ্ঞান, সারল্য, সাহস ও নিঃস্বার্থ সেবার সঙ্গম হিসেবে বর্ণনা করেন। শ্রী মোদী বলেন, মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি শাসনভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং অপত্য স্নেহ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তার ৩৪ বছরের শাসনে ভুটান তার ঐতিহ্য রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। সীমান্ত এলাকায় শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছেন বলেও মন্তব্য করেন শ্রী মোদী।

ভারত ও ভুটানের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধনকে মজবুত করার ক্ষেত্রে চতুর্থ রাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি দুই দেশের এই বন্ধনকে সযত্নে লালন-পালন করে চলেছেন। শ্রী মোদী বলেন, "ভারত ও ভুটান শুধুমাত্র সীমান্তের মাধ্যমে যুক্ত নয়, দুই দেশের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধনও রয়েছে। মূল্যবোধ, ভালোবাসা, শান্তি ও অগ্রগতি আমাদের বন্ধুত্বের মূল মন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কঠিন সময়ে দুই দেশ পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়েছে, মিলিতভাবে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে এবং এখন একসঙ্গে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, চতুর্থ রাজা ভুটানকে এবং দুই দেশের আস্থা ও বিশ্বাসকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। ভারত-ভুটান জলবিদ্যুৎ সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলা রাজার জন্যই সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী। বিশ্বের প্রথম কার্বন-ঋণাত্মক দেশ হিসেবে ভুটানের স্বীকৃতিকে এক অনন্যসাধারণ সাফল্য আখ্যা দেন প্রধানমন্ত্রী। ভুটানের বিদ্যুতের চাহিদার ১০০ শতাংশই অচিরাচরিত শক্তি থেকেই উৎপাদিত হয়। আজ আরও ১০০০ মেগাওয়াটের বেশি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যেই ভারত-ভুটান সম্পর্ক আবদ্ধ নেই, সৌরশক্তির ক্ষেত্রেও দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভুটানের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত গত বছর ১০,০০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। রাস্তা, কৃষি, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই টাকা খরচ করা হচ্ছে এবং ভুটানের মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়ে উঠছে। শিক্ষা, উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন, ক্রীড়া, মহাকাশ ও সাংস্কৃতিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র দুই দেশের তরুণদের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

রাজগীরে সম্প্রতি চালু হওয়া ভুটানের মন্দিরের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, দেশের অন্যান্য অংশ এই ধরনের মন্দির তৈরি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বারাণসীতে এই ধরনের মন্দির তৈরির জন্য সরকার জমি দিয়ে সহায়তা করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এইসব মন্দিরকে ভারত ও ভুটনের মধ্যে ঐতিহাসিক বন্ধনকে মজবুত করার হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং পারস্পরিক অগ্রগতি অক্ষুন্ন রাখতে দুই দেশ একযোগে প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

## কমিউনিস্টদের ক্ষেপিয়ে

● প্রথম পাতার পর

রাস্তায় নামতে হবে। কিন্তু ক্ষেপিয়ে তোলার রাজনীতি মানুষ আর পছন্দ করে না। কারণ তাদের মানুষ জেনে গেছে, বুঝে গেছে। অতীতে রাজনীতির নামে খুন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনা মানুষ দেখেছে। নিজেদের দলের না হলে চাকরি ওরা দেবে না। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার এখন স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চাকরি প্রদান করছে। এই সরকার সমস্ত জায়গায় স্বচ্ছতা বজায় রেখেই কাজ করছে। সবকিছুতে নিজেদের দলের লোক খুঁজে বেড়াত তারা। অর্থাৎ লালিকরণের রাজনীতি করেছে তারা। মানুষ এখন বুঝতে পারছে যে তাদের সময়ে চাকরির নামে প্রহসন হয়েছে। ১০,৩২৩ নিয়ে কি অবস্থা করেছিল তারা? এখন পর্যন্ত আমাদের সরকার আসার পর প্রায় ২০,০০০ চাকরি প্রদান করেছে। কোন জায়গায় চ্যালেঞ্জ হয়নি। আমরা চাইছি একটা সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার। প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে কাজ করছে আমাদের সরকার।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কোন কাজ করলে দেখা যায় যে বিরোধিতা করতে হবে। কারণ তাদের পায়ের তলায় জমি সরে যাচ্ছে। সেজন্য মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আর আমাদের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা। আমরা সেভাবেই কাজ করছি। ত্রিপুরা সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিকভাবে কাজ করছে। তাই জিএসডিপি ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। বিভিন্ন প্যারামিটারে সাফল্যের নিরিখে জাতীয় স্তরে ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড। যেকোন জাতির উন্নয়নে শিক্ষাই হচ্ছে অন্যতম মূল শক্তি। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত হবে, সেই জাতি তত বেশি উন্নত হবে। শিক্ষিত সমাজ গঠনের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়া সম্ভব। আমরা জানি যে শিক্ষা হচ্ছে একটা সেতু। আমাদের সরকার ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আমি ছাত্রছাত্রীদের এটাই বলবো যে ছাত্র জীবনে সামাজিক কাজেও নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। শৈশব থেকে সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন শিক্ষা শুধু পাঠ্যভিত্তিক জ্ঞান নয়, বরং এটি মূল্যবোধ, বিকাশ এবং জাতি গঠনের একটা হাতিয়ার। আর একে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মানুষের চাহিদাকে মাথায় রেখে এবছর কাকড়াবন, আমবাসা ও করবুকে তিনটি ডিগ্রি কলেজ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে উপকৃত হবে ছাত্রছাত্রীরা। ২০২৫ - ২৬ অর্থ বছরে সেন্টার অফ অ্যাক্সিলেন্স স্কিমে কাকড়াবন ডায়েট সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মডেল ডায়েট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এরজন্য প্রায় ১৩ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দ দিয়েছে। আমাদের ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের জ্ঞান ও মেধা কোন অংশে কম নয়। ত্রিপুরায় এখন বেসরকারি স্তরেও ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠছে। আগামীতে ত্রিপুরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া সাহা, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, এসসিইআরটির অধিকর্তা এল ডার্লং, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিংকু লাথার, পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং পদস্থ আধিকারিকগণ।

## ধর্মনগরে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু পড়ুয়ার

● প্রথম পাতার পর

*খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তারা গুরুতর আহত অবস্থায় মিশুককে উদ্ধার করে দ্রুত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে চিকিৎসকরা জানান, আজ ভোরের দিকে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।*

*পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে অনুমান, অতিরিক্ত গতিই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।*

## আগরতলায় জোরদার তল্লাশি

● প্রথম পাতার পর

যাতে শহরে প্রবেশ বা বাইরে যেতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি রাজ্য থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় দ্রব্য ও অন্যান্য অবৈধ সামগ্রী সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচারের অভিযোগ উঠেছে। সেই পাচার রোধ করতেই আমতলী থানার পুলিশ এই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।

কর্তব্যরত এক পুলিশ অফিসার জানান, এই তল্লাশি অভিযান নিয়মিতভাবে চলছে এবং আগামী দিনেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে।

## দুই দফায় মোট

● প্রথম পাতার পর

তবে তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা ভোট চলাকালীন পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন। পাপ্পু যাদব বলেন, এটি একদমই সঠিক নয়। আমরা এই বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আরও গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, নির্বাচনে নকল মুদ্রা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশন নাকি বিজেপির দফতরে বসে নির্বাচন পরিচালনা করছে। সাংসদের এই অভিযোগ ঘিরে পূর্ণিয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

বিহারের অরারিয়া জেলার ফরবিসগঞ্জে মঙ্গলবার ভোট চলাকালীন বিজেপি ও কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিরাপত্তা বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করে বলপ্রয়োগ করতে হয়। ঘটনাটি ফরবিসগঞ্জ কলেজের ১৯৮ নম্বর বুথের। কংগ্রেস সমর্থকদের অভিযোগ, বিজেপি বিধায়ক ও এনডিএ প্রার্থী কংগ্রেস ভোটারদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন এবং বলেন, কংগ্রেসের ভোটারদের পিটিয়ে মারো। এই অভিযোগের পর ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা বুথের বাইরে বিক্ষোভ ও হট্টগোল শুরু করেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরে উত্তেজনা চলার পর নিরাপত্তাকর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে এসডিও রঞ্জিত কুমার রঞ্জন জানান, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত করা হয়েছে। লাঠিচার্জের কোনো ঘটনা ঘটেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ এখন স্বাভাবিকভাবে চলছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে।

বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার রামনগর বিধানসভা এলাকার গোবরহিয়া দোন গ্রামে গ্রামবাসীরা মঙ্গলবার ভোট বয়কট করেছেন। দুই সপ্তাহ আগে থেকেই তারা ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রশাসন আশা করেছিল, ভোটের দিন নাগাদ তাঁরা সিদ্ধান্ত বদলাবেন। এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দাবিগুলি পূরণের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তবুও গ্রামবাসীরা নিজেদের অবস্থান থেকে সরেননি। ভোটের দিন বুথে নির্বাচনকর্মীরা প্রস্তুত থাকলেও, এক জনও ভোটার ভোট দিতে আসেননি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরও তাঁদের এলাকায় মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়ে গেছে। বর্ষার সময় প্রায় চার মাস ধরে গ্রামটি আশপাশের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একজন গ্রামবাসী বলেন, শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধরা চিকিৎসার অভাবে মারা যান। অসুস্থদের আজও খাটিয়ায় তুলে হাসপাতালে নিতে হয়। আমরা বারবার প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলিকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ ব্যবস্থা নেয়নি। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যখন ভোটের সময় আসে, তখনই সব দলের নেতারা আসে, আশ্বাস দিয়ে আমাদের ভোট নিয়ে চলে যায়। আমরা যেমন ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছি, তেমনই ভোট বয়কট করারও অধিকার রাখি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রামবাসীদের দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর মঙ্গলবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং রাজ্যের ভোটারদের 'পরিবর্তনের পক্ষে' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। রোহতাস জেলার কারগাহর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এই নির্বাচনের সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে বিহারকে আরও পাঁচ বছর দুর্নীতি, বেকারত্ব ও বাধ্যতামূলক অভিবাসনের শিকার হতে হবে। প্রশান্ত বলেন, আমি বিহারের জনগণকে অনুরোধ করছি, বাড়িতে বসে সময় নষ্ট করবেন না, প্রতিবেশীর সঙ্গে আড্ডায় না গিয়ে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছান। নিজের ও রাজ্যের উন্নতির জন্য পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিন। তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন সৎ ও দক্ষ প্রার্থীদের বেছে নেওয়ার একটি সুযোগ। এর মাধ্যমে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়ানো সম্ভব। যদি এই সুযোগ হাতছাড়া হয়, তবে বিহারকে আরও পাঁচ বছর দুর্নীতি ও বেকারত্বের সঙ্গে লড়তে হবে।

চেনারী বিধানসভা এলাকার কোঙ্কি গ্রামেও মঙ্গলবার ভোট বয়কটের ঘটনা ঘটেছে। বুথ নম্বর ২০৪-এ এক জন ভোটারও ভোট দিতে উপস্থিত হননি। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের গ্রামে পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ। ভোটকেন্দ্রটি শিবসাগর মধ্য বিদ্যালয় কোঙ্কিতে স্থাপন করা হয়েছে। পূর্বে ওই গ্রামে পঞ্চায়েত ভবন তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও তা অন্য গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন, বহুবার তারা বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে বিরক্ত গ্রামবাসীরা ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিহারের সীতামঢ়ি জেলার রুন্নীসৈদপুর এলাকার রাজকীয় মধ্য বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের (বুথ নং ২৭০) এক পোলিং এজেন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সূত্রে জানা গেছে, পোলিং এজেন্ট গৌতম কুমার ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন। অভিযোগ, তিনি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রচারপত্র বা পাম্পলেট ভোটারদের সামনে দেখিয়ে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন, যা আদর্শ আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন। ঘটনার খবর পেয়ে নির্বাচনকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে জানান এবং পরে গৌতম কুমারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা দায়ের করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনায় কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন মঙ্গলবার বিজেপি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে। বিজেপির অভিযোগ, আরজেডি তাদের সামাজিক মাধ্যমের হ্যান্ডেল ব্যবহার করে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছে, যা আদর্শ আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন। অভিযোগে বলা হয়েছে, আরজেডির সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এমন পোস্ট করা হচ্ছে যেখানে দাবি করা হচ্ছে, বিজেপি ও এলজেপি ভোটারদের জেডিইউ-কে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে এবং উল্টোদিকে জেডিইউ নাকি বিজেপি ও এলজেপি-র পক্ষে ভোট দিচ্ছে না। বিজেপির দাবি, এই সমস্ত পোস্ট ভুয়া ও জনমত প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। বিজেপি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছে যেন দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের এই ঘটনায় আরজেডির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বোলিংয়েও ‘অভিষেক শর্মা’কে চান, বলে দিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর

এশিয়া কাপ থেকেই টি-টোয়েন্টিতে জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়ার প্লে-র (প্রথম ৬ ওভার) মধ্যে তিন ওভার বল করানো হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও দু’টি ম্যাচে একই জিনিস দেখা গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার আগে সেই কৌশলের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। পাশাপাশি ভারতের কোচ দলে আরও বেশি অলরাউন্ডার চাইছেন। রবিবার রাতে কলকাতায় পা রেখেছেন গম্ভীর। মঙ্গলবার কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার থেকেই অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা।বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, শুধু ব্যাটিংয়েই নয়, বোলিংয়েও আগ্রাসন চান তিনি। অভিষেক শর্মারা বিযাট করতে নেমেই ঝড় তুলছেন। গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন, বোলিংয়েও ওরকম আক্রমণাত্মক মানসিকতা চান তিনি। বলেছেন, “অনেকেই আমাদের টি-টোয়েন্টি দলকে দেখে আগ্রাসী ব্যাটিং দল বলে। আমার মনে হয় পাওয়ার প্লে-তে বুমরাহকে দিয়ে তিন ওভার বল করানোও আগ্রাসনের একটা ধরন। আমরা এমন দল হতে চাই না যেখানে শুধু ব্যাটিংয়ের আগ্রাসনটাই লোকের নজরে পড়ে। সামগ্রিক ভাবে যাতে গোটা দলকে আগ্রাসী লাগে সেই কাজ করতে চাই।”বুমরাহকে শুরুতেই তিন ওভার বল দেওয়া কেন আগ্রাসনের অঙ্গ সে সম্পর্কে গম্ভীরের ব্যাখ্যা, “আমরা দেখতে চাই ব্যাপারটা কেমন হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমাদের দলের কৌশল ঠিক করতেও সেটা সাহায্য করবে। এশিয়া কাপে এই কৌশল ভালই কাজ করেছে। বেশির ভাগ ম্যাচেই পাওয়ার প্লে আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি।”গম্ভীরের সংযোজন, “মাঝের দিকে উইকেট নেওয়ার জন্য বরুণ এবং কুলদীপ তো রয়েছেই। শুরুটা ভাল হলে ওরা স্বাধীন ভাবে মাঝের ওভারগুলোতে বল করতে পারে। ফলে গোটা ম্যাচজুড়ে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হবে আমাদের। এটা আগ্রাসী কৌশল তো বটেই।”গম্ভীরের আমলে দলে আট ব্যাটারের থাকা প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। তবে ভারতের কোচ জানিয়েছেন, দলে সাত-জন বোলার রাখাও দরকার। এ কারণেই ভবিষ্যতে অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব আরও বাড়তে চলেছে।গম্ভীরের কথায়, “যত বেশি অলরাউন্ডার থাকবে তত ভাল। কম বিকল্পের থেকে বেশি বিকল্প থাকা ভাল। অতীতে বহু বার দলে ছ’জন বোলার থাকার ব্যাপারে ভেবেছি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ শেষ। এ বার শুভমন গিলের সামনে লাল বলের ক্রিকেট। দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু’টেস্টের সিরিজ। টেস্ট বিশ্বকাপজয়ী টেম্বা বাভুমার দলকে হারাতে রণকৌশল তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। টেস্ট দলের তিন ক্রিকেটারকে নিয়ে তিনি কিছুটা অসন্তুষ্ট। প্রথম একাদশে এক জনকে রেখে সমস্যা সমাধানের কথা ভাবছেন ভারতীয় দলের কোচ।বাভুমাদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে। সাধারণ ভাবে ইডেনের ২২ গজ থেকে প্রথম দু’দিন কিছুটা সাহায্য পান জোরে বোলারেরা। তবে ব্যাট করা কঠিন হয় না। মোটামুটি তৃতীয় দিন থেকে স্পিন সহায়ক হয়ে যায় পিচ। ইডেন টেস্টের প্রথম একাদশে দু’জন উইকেটরক্ষককে রাখতে পারেন কোচ গম্ভীর।ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন ধ্রুব জুরেল। দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টেও শনিবার তিনি খেলেছেন ১২৭ রানের ইনিংস। তার আগের সাতটি ইনিংসে তাঁর রান যথাক্রমে ১৪০, ১, ৫৬, ১২৫, ৪৪, ৬ এবং ১৩২। আটটি ইনিংসের চারটিতেই শতরান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। ভাল ফর্মে থাকা জুরেলকে বাদ দিয়ে প্রথম একাদশ তৈরির কথা ভাবছেন না গম্ভীর। চোট সারিয়ে ২২ গজে ফেরা ঋষভ পন্থ দলের সহ-অধিনায়ক। তাঁকেও প্রথম একাদশের বাইরে রাখা সম্ভব নয়। তাই জুরেলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে খেলানোর কথা ভাবছেন গম্ভীর, শুভমনেরা। তা ছাড়া ইংল্যান্ড সফরে পন্থ চোট পাওয়ার পর দলকে উইকেটের সামনে এবং পিছনে দলকে ভরসা দিয়েছিলেন জুরেল।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক কর্তা বলেছেন, “দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জুরেল সম্ভবত বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে খেলবে। দু’টি জায়গা রয়েছে ওর জন্য। ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বর জায়গা নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন দল। সাই সুদর্শন শেষ টেস্ট ইনিংসে অর্ধশতরান করলেও ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। সুদর্শনের জায়গায় খেলতে পারে জুরেল।” তিনি আরও বলেছেন, “ভারতের পিচে বোলার নীতীশ কুমার রেড্ডিকে তেমন প্রয়োজন হবে না। জোরে বল করতে পারে এমন চার জন ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশে রাখার প্রয়োজন নেই। ব্যাট হাতেও তেমন কিছু করতে পারছে না। ব্যাটার হিসাবে নীতীশের থেকে ভাল ফর্মে রয়েছে জুরেল। ব্যাটিং অর্ডারের ছ’নম্বরেও নামতে পারে জুরেল। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোচ এবং অধিনায়ক নেবেন।”বোর্ড সূত্রে খবর, জুরেলকে প্রথম একাদশে রাখার আরও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে গম্ভীরের। পন্থের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে তাঁর আপত্তি না থাকলেও কিছুটা অসন্তুষ্ট তিনি। অতি আগ্রাসী হতে গিয়ে প্রায়শই উইকেট ছুড়ে দিয়ে দলকে বিপদে ফেলছেন পন্থ। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিচ্ছেন কখনও কখনও। পরিস্থিতি বিচার করে ব্যাট করছেন না সহ-অধিনায়ক। জুরেলকে প্রথম একাদশে রেখে পন্থকে পরোক্ষে সতর্কবার্তা দিতে পারেন কোচ।গম্ভীর চান লম্বা ব্যাটিং অর্ডার। ব্যাট করতে পারেন, এমন আট জন ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশে রাখতে চান কোচ। বিশেষজ্ঞ বোলার চান চার জন। দু’জন স্পিনার এবং দু’জন জোরে বোলার। হাতে রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো ক্রিকেটার থাকায় তাই সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সব মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে দু’জন উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের খেলা প্রায় নিশ্চিত।ভারতের প্রথম একাদশে দু’জন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার অবশ্য নতুন নয়। ১৯৮৬ সালে দু’টি টেস্টের প্রথম একাদশে ছিলেন কিরণ মোরে এবং চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। দু’টি ম্যাচেই বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে খেলেছিলেন পণ্ডিত। সাদা বলের ক্রিকেটে কখনও মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এবং দীনেশ কার্তিক একসঙ্গে খেলেছেন। কখনও ধোনি এবং পার্থিব পটেল একসঙ্গে খেলেছেন। আবার কখনও ধোনি এবং পন্থ একসঙ্গে প্রথম একাদশে থেকেছেন।এই টি-টোয়েন্টি দলটায় সাত-আট জন বল করতে পারে। বছরের পর বছর ধরে আমরা এমন ক্রিকেটার খুঁজে গিয়েছি যে দু’ওভার বল করে দিতে পারে। সেটা টি-টোয়েন্টি হোক বা ৫০ ওভারের ম্যাচ। এখন এমন বোলারদের তৈরি করার চেষ্টা চলছে যারা মাঝের দিকে ব্যাট করতে পারে, আবার দরকারে বলও করে দিতে পারে।”এ রকমই দুই ক্রিকেটার হলেন ওয়াশিংটন সুন্দর এবং অক্ষর পটেল। গম্ভীরের আশা, বিশ্বকাপে দু’জনেই ভাল খেলবেন। বলেছেন, “শুধু উপমহাদেশের ক্রিকেটে নয়, ওরা যে মানের ক্রিকেটার তাতে বেশির ভাগ জায়গাতেই সফল হবে।

# রঞ্জি : প্রত্যাশিত আসাম জয় হলো না ত্রিপুরার চার দিনে অমীয়াংসিত ম্যাচে ১২০৭ রান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কাঙ্খিত সাফল্য পেলো না ত্রিপুরা। ইনিংসে জয় তো হলোই না। এমন কি, সরাসরি জয় পেতেও ব্যর্থ হলো ত্রিপুরার রঞ্জি টিম। আসামের দলনেতা দেনিশ দাস এবং সতীর্থ শিব শংকর রায়ের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট প্রাপ্তি যোগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া রঞ্জি ম্যাচে ত্রিপুরা দলের ঘোষিত প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৬০২ রানের জবাবে সফরকারি আসাম প্রথম ইনিংসে ২৩৮ রানে শেষ করে। ফলোঅনে খেলতে নেমে চতুর্থ তথা অন্তিম দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১১৭.৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩৬৭ রান সংগ্রহ করে। অমীমাংসিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে বাংলা ম্যাচের মতোই ত্রিপুরা দলের পকেটে ৩ পয়েন্ট এসেছে। পুরো খেলায় ত্রিপুরা দলের ইনিংসে হনুমা বিহারীর ১৫৬ রান, বিজয় শংকরের অপরাজিত ১৫০ রান, সেন্টু সরকারের ৯৪ রান, মনি শংকর মুরাসিংয়ের ৫২ রান, রানা দত্তের ৫১ রান যেমন উল্লেখযোগ্য। তেমনি আসাম দলের পক্ষে প্রথম ইনিংসে শিবশঙ্করের অপরাজিত ৮৪ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দেনিশের ১০৩ রান এবং শিবশঙ্করের অপরাজিত ১০১ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে ২ ইনিংস মিলিয়ে স্বপ্নীল সিং পাঁচটি এবং অজয় সরকার চারটি উইকেট পায়।

# দ্বীপ দুর্দান্ত : প্রগতিকে হারিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বীপ সাহার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। দ্বীপের এই অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ভর করে সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে মঙ্গলবার ব্লাড মাউথ ক্লাব হারিয়ে দিলো প্রগতি প্লে সেন্টারকে। পশ্চিম নোয়াবাদী মাঠে এদিন প্রগতি শিবির টসে জয় লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই সুযোগটাকে খুব একটা কাজে লাগাতে পারলো না প্রগতির ব্যাটসম্যানরা। সুবাদে ২৬.২ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে প্রগতির স্কোর দাড়ায় ৬২ রান। প্রগতির পক্ষে সর্বাধিক স্কোর গড়ে শ্রীমান অতিরিক্ত ২৬ রান। এছাড়া প্রাঞ্জল দাস ৯, অংকুর দাস ৭ সুব্রত দাস ৭, শুভজিৎ দেব ৫ রান করে। বল হাতে ব্লাডমাউথের পক্ষে একা অরিজিৎ অধিকারী ৭ রান দিয়ে ৫ টি উইকেট ভাঙ্গে বিপক্ষের। এছাড়া অভয় দেব সিং দুইটি এবং একটি করে উইকেট নেয় রণবীর রুদ্র পাল এবং দ্বীপ সাহারা। এই দ্বীপকে ক্রিকেটমুখী করার পেছনে অবশ্যই বলতে হয় রেফারি তাপস দেবনাথ এর নাম। তাপস দেবনাথ এর হাত ধরেই ক্রিকেট মাঠে প্রবেশ দ্বীপের। বর্তমানে সে ব্লাড মাউথ ক্লাবে কোচিং করছে কোচ অলক দেবরায় এর তত্ত্বাবধানে। এই ম্যাচে জয়ের জন্য ব্লাড মাউথ ক্লাবের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৬৩ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে শুরুর দিকেই মাত্র সাত রানে তিনটি উইকেট পরে যায় ব্লাডমাউথের। এই অবস্থায় উইকেটে নেমে দ্বীপ সাহা, শুভদীপ দের সঙ্গে জুটি করে স্কোরকে টানতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ২০.৩ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয় ব্লাড মাউথ শিবির। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে দ্বীপ সাহা ৪৭ বলে ৪টি চারের এর সাহায্যে ২৪ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। অপরদিকে শুভদীপ দে ১১ এবং শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৯ রানের। যার ফলে এই ম্যাচ থেকে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিল ব্লাডমাউথ ক্লাব। গ্রুপ-এ থেকে ব্লাড মাউথ ক্লাব ক্রমান্বয়ে আটটি ম্যাচে জয়ী হয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই মূল পর্বে খেলবে।

# জয়ে ফিরলো জম্পুইজলা, ফুলো ঝানু স্পোর্টস স্কুলকে রুখে দিল বিশ্রামগঞ্জ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলা লিগ ফুটবলে জয়ে ফিরেছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। তবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে রুখে দিয়েছে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার। লড়াইটা হলো জমাটি। কোনো দল-ই বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড় দেয়নি কাউকে ম্যাচে। হ্যাঁ, এমন ঘটনাই ঘটলো রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে মঙ্গলবার। এদিন উমাকান্ত ময়দানে ম্যাচ ছিলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের মধ্যে। দু-দলই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরে। তবে আখেরে কিন্তু কেউ-ই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। যার ফলে গোল শূন্য ভাবে যবনিকা ঘটলো ম্যাচটির। গোটা ম্যাচে দু দলের ফুটবলাররা বেশ কয়েকটি সুযোগও পায় গোল করার। তবে কেউ-ই তিন কাঠিতে বল রাখতে পারেনি। অবশেষে পয়েন্ট ভাগ করেই মাঠ ছাড়তে হলো দু-দলকে। ম্যাচের সেরা ফুটবলার হলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সোনিয়া সিনহা। এদিন দ্বিতীয় ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার মুখোমুখি হয় ত্রিপুরা পুলিশ দলের। এই ম্যাচে জম্পুইজলা শিবির ২-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিল ত্রিপুরা পুলিশকে। বিজয়ী দলের পক্ষে গোল দুটি করে মেহেক মুন্ডা ও শিবায় দেববর্মা। দিনের তৃতীয় ম্যাচে উমাকান্ত ময়দানে ফুলো ঝানু দল মুখোমুখি হয় ডন বসকো স্কুলের। এই ম্যাচে ফুলঝানুর ফুটবলাররা ১০-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ডন বসকো-কে। বিজয়ী দলের পক্ষে হ্যাটট্রিক সহ সাতটি গোল করেন মৌসুমী ওরাং। এছাড়া দুইটি গোল করেন খুন্তি ওরাং। প্রিয়া বিন করেন একটি গোল। ডনবসকো দল নয়টি গোল হজম করলেও একটিও গোল পরিশোধ করতে পারেনি। ম্যাচের সেরা ফুটবলার হলেন মৌসুমী ওরাং।

# লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ, নিরাপত্তা বাড়ল ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে

প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে দিল্লি। লালকেল্লার সামনে পরপর তিনটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত বহু। দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পরেই হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে কলকাতায়। শহরের সমস্ত থানাকে সতর্ক করেছে লালবাজার। এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের নিরাপত্তা বাড়ছে। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে দুই দলের প্রথম টেস্ট। ভারত ইতিমধ্যেই কলকাতায় পা রেখেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা দল এদিন সন্ধ্যায় শহরে এসে পৌঁছচ্ছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের। সেটা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

দুই দলের টেস্ট নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। প্রথম কয়েকদিনের টিকিট নিঃশেষ। ফলে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে ইডেনকে। ভারতীয় দলের নিরাপত্তাও কয়েক গুণ বাড়ানো হচ্ছে বলেই খবর। জানা গিয়েছে, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় থাকবে ইডেনে। স্টেডিয়াম চত্বরের বাইরে, স্টেডিয়ামে প্রবেশদ্বার থেকে গ্যালারি পর্যন্ত এবং দর্শকাসনে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা থাকবে। প্রতিটি দর্শককে দু’বার মেটাল স্ক্যানের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। দর্শকাসনে সাদা পোশাকের পুলিশ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। এমনিতেই ইডেনে কোনও ম্যাচ থাকলে যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকে। এই পরিস্থিতিতে কোনও সন্দেহজনক বস্তু নিয়ে ভিতরে যাওয়া যাবে না। দর্শকদের গতিবিধিও নজরে রাখা হবে।

কলকাতার মেট্রো সংলগ্ন এলাকাতে নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নাকা চেকিং এবং পেট্রোলিংয়েও জোর দেওয়ার কথাও লালবাজারের তরফে বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি কলকাতায় ঢোকা এবং বেরনোর সমস্ত রাস্তাতেই নজরদারিতে বিশেষ জোর দিতে বলা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। শুধু কলকাতাতেই নয়, রাজ্যের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপার এবং থানাগুলিকেও অ্যালার্ট করা হয়েছে বলেও খবর।

উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধ্যে ৭টার কিছু আগে লালকেল্লা মেট্রোর ১ নম্বর গেটের পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি গাড়িতে আচমকা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তারপরই সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। মেট্রোর সামনেই ছিল জৈন মন্দির এবং উমাশঙ্কর মন্দির। সন্ধ্যায় সেখানে বহু মানুষ এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্যস্ত সময়ে মেট্রোর গেটের কাছেও বহু মানুষ ছিল। বিস্ফোরণের পরই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি)। কী কারণে এই বিস্ফোরণ হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

# শাহবাজের ৭ উইকেট! রঞ্জিতে গ্রুপশীর্ষে অনুষ্টুপেরা

দেওয়াল লিখন আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে এক ঘন্টার মধ্যেই তা বাস্তবে পরিণত হল। সুরতের মাটিতে বড় জয় পেল বাংলা। রেলওয়েজকে ইনিংস ও ১১৯ রানে হারালেন অনুষ্টুপ মজুমদারেরা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেট নিলেন শাহবাজ আহমেদ। এই জয়ের ফলে রঞ্জির এলিট গ্রুপ সি-র শীর্ষে পৌঁছে গেল বাংলা চতুর্থ দিন সকালে ৫ উইকেটে ৯০ রান থেকে খেলা শুরু করে রেলওয়েজ। তাদের সব আশা ছিল ভার্গব মেরাই ও উপেন্দ্র যাদবের উপর। প্রথম ইনিংসেও এই দু’জনই জুটি গড়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে বড় জুটি গড়তে পারলেন না তাঁরা। মেরাই ২৬ ও উপেন্দ্র ২১ রানে আউট হওয়ার পর রেলের হার ছিল সময়ের অপেক্ষা।প্রথম ইনিংসে ১ উইকেট নিয়েছিলেন শাহবাজ। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না রেলওয়েজের ব্যাটারেরা। মঙ্গলবার যে পাঁচ উইকেট পড়ল তার সব ক’টিই নিলেন শাহবাজ। তাঁর দাপটে চতুর্থ দিন মাত্র ৪২ রান যোগ করতে পারল রেলওয়েজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ২২.৫ ওভার বল করে ৫৬ রান দিয়ে ৭ উইকেট নিলেন এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার। প্রথম ইনিংসে ৪৭৪ রান করেছিল বাংলা। অনুষ্টুপ ১৩৬ ও সুমন্ত গুপ্ত ১২০ রান করেন। জবাবে প্রথম ইনিংসে ২২২ রানে অল আউট হয়ে যায় রেলওয়েজ। তাদের হয়ে মেরাই ৯১ ও উপেন্দ্র ৭০ রান করেন। বাংলার পেসার সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল নেন ৪ উইকেট। রেলকে ফলো অন করায় বাংলা। সেই সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত করলেন দলের বোলারেরা।এই জয়ের ফলে ৭ পয়েন্ট পেল বাংলা। এলিট গ্রুপ সি-তে ৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২০। শীর্ষে তারা। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে হরিয়ানা।

# জুয়েলসকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকে কো: ফাইনালের পথ সুগম অনুরাগীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে ক্রিকেট অনুরাগী। এই জয়ের সুবাদে অনুরাগী কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে জয়ের ধারা বজায় রাখলো ক্রিকেট অনুরাগী দল। মঙ্গলবার ড. বি আর আম্বেদকর মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী দল ৬২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো জুয়েলস এসোসিয়েশনকে। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ক্রিকেট অনুরাগী দল ২৬.১ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১০৬ রান। ব্যাট হাতে ক্রিকেট অনুরাগী দলের হয়ে উদয়ন পাল ৬০ এবং বিশাল রুদ্র পাল ১৯ রান করে। বল হাতে জুয়েলসের পক্ষে সুপ্রদিপ সূত্রধর ৫ টি এবং অংশ চৌহান ২ টি উইকেট নেয়। পাল্টা খেলতে নেমে জুয়েলস দল ২৬.১ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৪৪ রান। ব্যাট হাতে জুয়েলসের পক্ষে কেউ ই তেমন ভরসা জোগাতে পারেনি। বিজয়ী দলের হয়ে প্রসেনজিৎ দেবনাথ ৮ রানে ৫টি উইকেট নেয়। ২টি করে উইকেট নেয় উদয়ন পাল ও বিপ্লব ত্রিপুরা। সুবাদে দুর্দান্ত জয় হাসিল করে নিলো ক্রিকেট অনুরাগী দল।

# ঘূর্ণি উইকেটের আবদার করেনি ভারত জানালেন সৌরভ, টস হবে বিশেষ মুদ্রা দিয়ে

ইডেন গার্ডেন্সের পিচ বরাবরই ব্যাটার এবং পেসারদের সাহায্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারতীয় দল সেখানে ঘূর্ণি পিচ চেয়েছিল বলে শোনা গিয়েছিল। যদিও সেই জল্পনা উড়িয়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবি সভাপতি জানিয়েছেন, পিচ নিয়ে কোনও অনুরোধই করা হয়নি ভারতীয় দলের থেকে।

রবিবার রাতেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতের কোচ সোমবার সকালে ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের সঙ্গে ইডেনে আসেন। পিচ ভাল করে পরীক্ষা করে চলে যান। বিকেলের দিকে ইডেনে আসেন সৌরভও। তিনিও পিচ দেখেন। তার পরেই পিচ ঢেকে দেওয়া হয়। সৌরভ বলেন, “পিচ নিয়ে দলের তরফে কোনও বার্তা পাইনি। তাই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। উইকেট দেখে ভালই মনে হচ্ছে।”

ইডেনে দু’টি রঞ্জির ম্যাচ হয়েছে। সেখানে মন্থর গতির পিচ দেখা গিয়েছে। পেসারেরা বিশেষ সাহায্য পাননি। শনিবার থেকে পিচে জল দেওয়া হয়নি। তবে কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় পিচের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্ট। তিনি জানিয়েছেন, গম্ভীরও নাকি পিচ দেখে খুশি। গম্ভীর জিজ্ঞাসা করেছেন, কখন থেকে বল ঘোরা শুরু করবে। সুজন জানিয়েছেন, তৃতীয় দিন থেকে। সুজনের কথায়, “ব্যাটার এবং বোলার দুই বিভাগই যাতে সাহায্য পায় এমন পিচ তৈরি করা হবে। স্পিনারদের জন্যও পিচে কিছু থাকবে। সেটা তাড়াতাড়িও হতে পারে।”দক্ষিণ আফ্রিকা দলে কেশব মহারাজ এবং সাইমন হার্মারের মতো স্পিনার রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন সেনুরান মুথুস্বামী। ঘূর্ণি পিচ তৈরি করলে ভারতের কাছে হিতে বিপরীত হতে পারে। যেমন হয়েছিল গত বছর নিউ জিল্যান্ড সিরিজে।এ দিকে, ইডেন টেস্টের টস হবে একটি বিশেষ মুদ্রা দিয়ে। তার এক দিকে মহাত্মা গান্ধী এবং অপর দিকে নেলসন ম্যান্ডেলার ছবি দেওয়া থাকবে। পাশাপাশি ম্যাচের আগে ডালমিয়া স্মৃতি বক্তৃতা আয়োজন করা হবে, যেখানে মূল বক্তা সুনীল গাওস্কর। ম্যাচের টিকিট বিক্রিও ভাল হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সৌরভ।

# ম্যাচের মাঝেই রেফারির সঙ্গে ঝগড়া নেমারের, হলুদ কার্ড দেখে বললেন, ‘উনি আমাকে হুমকি দিয়েছেন’

আবার বিতর্কের কেন্দ্রে নেমার। ব্রাজিলীয় লিগের ম্যাচ চলাকালীন রেফারির একটি সিদ্ধান্তে অখুশি হয়ে ঝগড়া করলেন। তার পর হলুদ কার্ড দেখে প্রতিবাদ জানালেন। ম্যাচের শেষে অভিযোগ করলেন, রেফারি তাঁকে হুমকি দিয়ে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।বার্সেলোনা, প্যারিস সঁ জরমেঁর মতো বড় ক্লাবে খেলার পর এখন নেমার খেলছেন ব্রাজিলের স্যান্টোসে। এই ক্লাব থেকেই উঠে আসা তাঁর। রবিবার রাতে ফ্ল্যামেঙ্গোর সঙ্গে খেলা ছিল স্যান্টোসের। সেই ম্যাচে স্যান্টোস ২-৩ গোলে হেরেছে। অবনমনের সামনে রয়েছে নেমারের ক্লাব।৩৬ মিনিটের মাথায় একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে রেফারির সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করেন নেমার। কিছু ক্ষণ পরেই রেফারি হলুদ কার্ড দেখান ব্রাজিলের ফুটবলারকে। দৃশ্যতই নেমারকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল। তাঁকে শান্ত করেন দলের কোচ।ম্যাচের পর নেমার বলেন, “রেফারি খুবই খারাপ। সম্মান জানিয়েই বলছি, উনি খুব অহঙ্কারী। ওঁরা লকার রুমে গিয়ে সব সময়ে বলেন যে শুধু অধিনায়কেরাই কথা বলতে পারবে। যখন আমি দলের অধিনায়ক হিসাবে কথা বলতে চাই, তখন উনি পিছন ফিরে দৌড়তে শুরু করেন।”নেমার জানিয়েছেন, দলের অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও রেফারি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাননি। নেমারের কথায়, “আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার সময় হুমকি দিয়েছেন। এটা মেনে নেওয়া কঠিন। হুমকি দেওয়ার পর আমাকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। বলেছেন, ‘তুমি যদি আমার কাছাকাছি আসো তা হলে হলুদ কার্ড দেখাব’। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতেও পারব না’? উনি কিছু না শুনে হলুদ কার্ড দেখান।”

# অনূর্ধ-২৩ এক দিবসীয় ক্রিকেটে তামিলনাড়ুর কাছেও বিধ্বস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও পরাজিত ত্রিপুরা দল। এবার হেরেছে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে। খেলা ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড আয়োজিত পুরুষদের অনূর্ধ ২৩ রাজ্য এ ট্রফি এলিট ডি গ্রুপের। প্রথম ম্যাচে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ৪৪ রানে পরাজয়ের পর আজ, সোমবার তামিলনাড়ুতে আট উইকেটে হেরে ত্রিপুরা দল কিন্তু পেছনের সারিতে অবস্থান করছে। জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তামিলনাড়ুর দলের দলনেতা প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ত্রিপুরা নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে। দুর্লভ রায় মিডল অর্ডারে খেলতে নেমে ৭৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৯ রান সংগ্রহ করলেও অন্যরা তেমন অধিক রানে সক্ষম হয়নি। তবে অমিত আলী দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে ৪৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৩ রানে অপরাজিত থেকে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করে। তামিলনাড়ুর বোলার মানব পারাখ ৪৫ রানে তিনটি উইকেট পায়। এছাড়া শচীন রাঠী ও কার্তিক মণিকন্দন দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ুর উইকেট রক্ষক অতীশের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। ওপেনার অমিত সাত্বিকের ৬২ রান এবং অধিনায়ক ভূপতি বৈষ্ণ কুমারের অপরাজিত ৪৯ রান দলকে জয়ে পৌঁছায়। অতীশ ৭৮ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৭টি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১২০ রান সংগ্রহ করে। রাজ্য দলের বোলার সন্দীপ সরকার ও আনন্দ ভৌমিক একটি করে উইকেট পেয়েছিল।

# দশমীঘাটকে হারিয়ে মূলপর্বের আশা টিকিয়ে রাখলো মডার্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে মডার্ন কোচিং সেন্টার। সপ্তম ম্যাচের মাথায় চতুর্থ জয়। এই জয়ের সুবাদে মূল পর্বের আশা টিকিয়ে রাখলো মডার্ন কোচিং সেন্টার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে মঙ্গলবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে মডার্ন দল মুখোমুখি হয় দশমীঘাট প্লে সেন্টারের। এই ম্যাচে মডার্ন শিবির ৭০ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো দশমীঘাট দলকে। টসে জয়লাভ করে মডার্ন শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভার খেলে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে মডার্ন এর সংগ্রহ হয় ১৩৩ রান। পাল্টা জয়ের জন্য দশমী ঘাটের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৩৪ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দশমীঘাট দল ৩২.১ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ৬৩ রানই করতে সক্ষম হয়। সুবাদে অনায়াসেই এই ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নিলো মডার্ন কোচিং সেন্টার।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023


# জনজাতিদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: পূর্বেকার সরকার বহু বছর ধরে জনজাতিদের জন্য শুধু মায়াকান্না করেছে। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন দিশায় নয়া উদ্যমে জনজাতিদের উন্নয়নে নানা কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। জনজাতিদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। আজ সাব্রুম মহকুমার মনুবাজার বসুন্ধরা বনচেতনা কেন্দ্রে জনজাতি মহিলা বয়ন শিল্পীদের মধ্যে সুতা বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সাহা জনজাতিদের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাখ্যা করেন। ধরতি আবা জনজাতি প্রকল্প সহ অন্যান্য প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত প্রত্যেকটি প্রকল্প সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এজন্য জেলা ও মহকুমাস্তরে সরকারি আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়েছে। বাজেটের ৪০ শতাংশ টাকা জনজাতিদের উন্নয়নে খরচ করা হবে। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২১টি একলব্য স্কুল নির্মাণ করা হচ্ছে। নতুন নতুন ছাত্রাবাস তৈরি করা হচ্ছে। জনজাতি মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বয়নের সুতা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন রাজ্যের ৫টি জেলায় জনজাতি মহিলাদের মধ্যে সুতা বিলি করা হয়েছে। প্রতি জনকে ১ কেজি ২০০ গ্রাম করে সুতা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নই হলো সরকারের মূল লক্ষ্য। আমরা চাই জনজাতিরা এগিয়ে যাক। জনজাতিদের রিশা জিও ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন এই রিশা দিয়ে অতিথি অভ্যর্থনা করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জনজাতিদের উন্নয়নে আলাদা দপ্তর খুলেছিলেন। এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে আলাদা করে মন্ত্রণালয় খুলেছেন। যাতে করে এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের উন্নয়ন হয়। জনজাতিদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বচ্ছতা, সততার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। এই সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকার। রাজ্যকে নেশামুক্ত সমাজ গঠনে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং একাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সম্মানিত অতিথির ভাষণে বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতিদের সম্মান ও ইজ্জত দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জনজাতিদের উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করছেন। আবাস তৈরি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্কুল ও ছাত্রাবাস তৈরি ইত্যাদি উন্নয়নের কাজ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হচ্ছে। তিনি সরকারি অফিসার এবং জনজাতি সমাজপতিদের পরামর্শ নিয়ে উন্নয়ন কাজ পরিচালন করছেন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হস্তকাঁত হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা অজিত শুক্ল দাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহ: সাজ্জাদ পি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এম.ডি.সি. কংজং মগ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবং জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ২০ জনজাতি মহিলার হাতে সুতা তুলে দেন। সাব্রুম মহকুমায় প্রায় দেড় হাজার জনজাতি মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বয়ন উন্নয়ন প্রকল্পে সুতা বিতরণ করা হবে।

## সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে ২দিনের কর্মশালা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনের ১ নং হলে ২দিনব্যাপী "সাইবার ভারত সেতু" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব এস কৃষ্ণান আজ এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। সচিব শ্রী এস কৃষ্ণান বোতাম টিপে ত্রিপুরা সাইবার সিকিউরিটি পলিসি ২.০ ২০২৫-এরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, "সাইবার ভারত সেতু" উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি সাইবার স্থিতিশীল ভারত গঠন করা। যেখানে আঞ্চলিক সাইবার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সতর্কতা এবং প্রতিরক্ষা কৌশল গড়ে তোলা যায়। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান এবং সমন্বিত প্রয়াসে ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো, জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্রগুলিকে আরও সুরক্ষিত করা সম্ভব হবে। দু"দিনের কর্মশালার মাধ্যমে রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে সাইবার সচেতনতা বৃদ্ধি করা, এ বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়া ও পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সক্ষমতা তৈরি করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার তথ্য প্রযুক্তি ও আই.সি.টি. পরিকাঠামো সুরক্ষা সহ সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও সাইবার সহনশীল ত্রিপুরা গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। তিনি ত্রিপুরা সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস মান্থ ২০২৫-এর প্রচারপত্র "সাইবার জাগ্রিত ত্রিপুরা" এই থিমেরও উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা বলেন, গত বছর অর্থাৎ ২০২৪-এও অক্টোবর মাসব্যাপী জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস হিসেবে উদযাপন করে বিভিন্ন সাইবার সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এবছরও গত অক্টোবর মাসব্যাপী ত্রিপুরা সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস মান্থ-২০২৫ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ত্রিপুরা তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সহযোগিতায় সাধারণ নাগরিক, শিক্ষার্থী ও সরকারি বেসরকারি কর্মীগণের মধ্যে সাইবার হাইজিন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা পুলিশের ডিজি অনুরাগ এবং ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমের ডি.জি. ড. সঞ্জয় বাহল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা জেয়া রাগুল গেশান বি। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সাইবার সিকিউরিটি অ্যাসিওরেন্স গ্রুপের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট আশুতোষ বহুগুণা। এছাড়া আজকের কর্মশালার প্রথমদিনে "বিল্ডিং এ রেসিলিয়েন্ট সাইবার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান" ও "সাইবার সিকিউরিটি অ্যাসিওরেন্স" বিষয়ে আলোচনা করেন সায়েন্টিস্ট শশাঙ্ক গুপ্তা ও সায়েন্টিস্ট মোহিত কাটারিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। দু"দিনব্যাপী কর্মশালায় আরক্ষা প্রশাসন, বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা ও পদস্থ আধিকারিকগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীগণ অংশ নেবেন।

# গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রোপচারের সুবিধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর:দাঁত ও মুখগহ্বরের নানা জটিল সমস্যা লাঘবে রাজ্যের মানুষের একটি ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল। প্রতিদিন এই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে উপকৃত হচ্ছেন দাঁত ও মুখ গহ্বরের নানাবিধ জটিল সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা। রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে দাঁতের ও মুখগহ্বরের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সুচিকিৎসা পাওয়া রাজ্যে দুষ্কর ছিল। এখন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ জটিল থেকে জটিলতর সমস্যার চিকিৎসা প্রদান করছেন, পাশাপাশি দাঁতের ও মুখগহ্বরের বিভিন্ন সার্জারিও সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করছেন। সম্প্রতি পশ্চিম জেলার আনন্দনগর এলাকার ৫৩ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা ডেন্টাল কলেজের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বিগত চার মাস যাবৎ তিনি দাঁতের নানা জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি কোনও খাবার খেতে পারতেন না, প্রতিনিয়ত মুখে প্রচন্ড ব্যথা হতো। গত ১৮ অক্টোবর ২০২৫ তিনি ডেন্টাল কলেজের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। তখন এই ডেন্টাল কলেজের বহির্বিভাগে চিকিৎসকদের দেখানোর পর মহিলাকে কলেজের ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকদের পরামর্শের জন্য প্রেরণ করেন।

এই ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আর এই পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই চিকিৎসকগণ মহিলার মুখের ভিতরে চোয়ালে এক পাশে একটি সিস্ট এর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তখন চিকিৎসকগণ দ্রুত মহিলার এই সিস্ট-টিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে বলে জানান। চিকিৎসকদের এই কথা শুনার পর মহিলার পরিবার-পরিজনেরা অস্ত্রোপচারের সম্ভাব্য খরচের কথা ভেবে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তখন এই ডেন্টাল কলেজের চিকিৎসকগণ মহিলার পরিবার-পরিজনদের জানান যে,আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএমএজেওয়াই) এবং চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা (সিএমজেওয়াই) এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই হাসপাতালেই অস্ত্রোপচার করা যাবে। আর এই কথা শুনার পর মহিলার পরিবার-পরিজনদের মুখে হাসি ফুটে এবং তারা চিন্তা মুক্ত হন। এরপর আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার সিস্ট অস্ত্রোপচারের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গত ১ নভেম্বর ২০২৫ মহিলাকে ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করানো হয়। এরপর গত ৩ নভেম্বর ২০২৫ উক্ত ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাফল্যের সাথে মহিলার সিস্ট-টিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করেন। এই অস্ত্রোপচারে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন ডাঃ শ্রীধর রেড্ডি পাদালা, ডাঃ শম্ভু দে এবং নার্সিং অফিসার ছিলেন জেসমিন দেববর্মা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএমএজেওয়াই) এর অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই মহিলার মুখে জটিল সমস্যার অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। অস্ত্রোপচারের পর মহিলাকে দু'দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। এরপর মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে গত ৫ নভেম্বর ২০২৫ হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে মহিলা মুখের ব্যথা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করায় তার পরিবার-পরিজনেরা আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

# ধনবিলাস আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: ক্যান্সার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণের লক্ষ্যে গত ৭নভেম্বর ২০২৫ ঊনকোটি জেলার কনিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে ধনবিলাস আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে এক বিশেষ ক্যান্সার স্ক্রিনিং শিবির আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর ৭নভেম্বর ভারতে জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়, এবং এই দিনটি উপলক্ষে স্থানীয় জনগণের জন্য বিনামূল্যে এই স্ক্রিনিং পরিষেবা প্রদান করা হয়। এই শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ জনগণের মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার, জরায়ুমুখের ক্যান্সার এবং মুখ ও গলার ক্যান্সারের স্ক্রিনিং করা হয়। কর্মসূচির মূল বার্তা ছিল, 'ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে তা সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য।'

শিবিরে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে বয়স্ক এবং মধ্যবয়সী মহিলারা। তাদের মধ্যে ১৯ জনের মুখের ক্যান্সার (ওরাল ক্যান্সার) এবং ১৪ জনের স্তন ক্যান্সার ও জরায়ুমুখের ক্যান্সারের স্ক্রিনিং করা হয়।

ধনবিলাস আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের কমিউনিটি হেলথ অফিসার রিমা বেগম এবং আশাকর্মী মালতি সিংহ এই স্ক্রিনিং পরিচালনা করেন। কমিউনিটি হেলথ অফিসার রিমা বেগম ক্যান্সারের প্রধান কারণসমূহ যেমন তামাক সেবন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি স্থানীয় জনগনকে ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার গুরুত্বও জানিয়ে দেন। ধনবিলাস আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের কমিউনিটি হেলথ অফিসার এবং আশাকর্মীরা শিবিরের সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের শিবিরে অংশগ্রহণের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে উৎসাহিত করেন।গ্রামীণ জনগণের মধ্যে ক্যান্সারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা গ্রহণের আগ্রহ তৈরি করতে সহায়তা করার লক্ষ্য এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

## ত্রিপুরায় যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণে সরকারের নতুন নির্দেশিকা

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর : রাজ্যজুড়ে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার নতুন করে মোটরযানগুলির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করল। রাজ্য পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জননিরাপত্তা ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যে এখন ছয়টি জাতীয় সড়ক চালু রয়েছে এবং গ্রামীণ ও জেলা সড়ক নেটওয়ার্কও সম্প্রসারিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বেপরোয়া গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত গতি এবং সড়ক পরিস্থিতির অমান্যতা রোধ করতে নতুন গতিসীমা কার্যকর করা হচ্ছে। নতুন গতিসীমা অনুযায়ী, চার লেন ও বিভক্ত জাতীয় সড়ক: হালকা মোটরযান: সমতল এলাকায় ১০০ কিমি/ঘন্টা, পাহাড়ি এলাকায় ৮০ কিমি/ঘন্টা, মাঝারি ও ভারী যানের ক্ষেত্রে, সমতল এলাকায় ৭০ কিমি/ঘন্টা, পাহাড়ি এলাকায় ৬০ কিমি/ঘন্টা।দুই লেন জাতীয় ও রাজ্য সড়ক: হালকা মোটরযান: ৬০ কিমি/ঘন্টা (সমতল), ৪৫ কিমি/ঘন্টা (পাহাড়ি), মাঝারি ও ভারী যান: ৫০ কিমি/ঘন্টা (সমতল), ৩৫ কিমি/ঘন্টা (পাহাড়ি)। প্রধান জেলা সড়ক: হালকা মোটরযান: ৫০ কিমি/ঘন্টা (সমতল), ৪০ কিমি/ঘন্টা (পাহাড়ি)। মাঝারি ও ভারী যান: ৪০ কিমি/ঘন্টা (সমতল), ৩০ কিমি/ঘন্টা (পাহাড়ি)। পৌর ও শহরাঞ্চল সড়ক:হালকা মোটরযান: ৩৫ কিমি/ঘন্টা (সমতল), ২৫ কিমি/ঘন্টা (পাহাড়ি), মাঝারি ও ভারী যান: ২৫ কিমি/ঘন্টা (সমতল), ২০ কিমি/ঘন্টা (পাহাড়ি)। পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ সড়ক: সকল যানবাহন: ৩৫ কিমি/ঘন্টা (সমতল), ২৫ কিমি/ঘন্টা (পাহাড়ি)। সংবেদনশীল এলাকা (স্কুল, হাসপাতাল, বাজার ইত্যাদি): সকল যানবাহন: ২৫ কিমি/ঘন্টা (সমতল), ২০ কিমি/ঘন্টা (পাহাড়ি)। এই নতুন গতিসীমা কার্যকর হলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে বলে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

# বংশীবাড়িতে বিশাল গাঁজা বিরোধী অভিযান ধ্বংস করা হল প্রায় ৫৫ হাজার গাছ

আগরতলা, ১১ নভেম্বর : মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) বিকাশ সেন্থিয়ার নেতৃত্বে বংশীবাড়ি এলাকায় পরিচালিত হয় এক বৃহৎ গাঁজা বিরোধী অভিযান। ওই অভিযান মোট ২৫টি প্লটে আনুমানিক প্রায় ৫৫ হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করা হয়েছে।

ওই অভিযানে অংশ নেয় বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস, টিএসআর, বিএসএফ এবং চড়িলাম বন দপ্তরের সদস্যরা। পুলিশ ও প্রশাসনের এই যৌথ উদ্যোগে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস বিকাশ সেন্থিয়া সাংবাদিকদের জানান, যেখানেই এই অবৈধ গাঁজা বাগান গড়ে উঠেছে, সঠিক সময়ের মধ্যে সবকটিকেই কেটে ধ্বংস করা হবে। অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এদিনের এই অভিযানকে ঘিরে এলাকাজুড়ে গাঁজা চাষীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের এই দৃঢ় পদক্ষেপে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে গাঁজা চাষে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।

# জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের পরিষেবা লাভ করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: রাজ্যের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টে জটিল রোগ চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহত রয়েছে। এই ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রতাপগড়ের সুভাষ নগরের জগৎপল্লী এলাকার ৩২ বৎসর বয়সী এক মহিলা জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বহির্বিভাগে আসেন। তিনি বিগত তিন বৎসর যাবৎ পেটের ব্যথা, গলা-জ্বলা, পেট ফুলে যাওয়া সহ একাধিক উপসর্গে ভুগছিলেন। মহিলার কখনো কখনো খাবার আটকে বমি বমি ভাব হতো এবং রাতের দিকে শ্বাসকষ্ট হতো। এই সমস্যাগুলির সমাধানে তিনি অনেক চিকিৎসককে দেখিয়েছেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু মহিলার সমস্যার কোনও লাঘব হয়নি। তখন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডাঃ শুভদীপ পাল গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ রোগীর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পান যে মহিলার পাকস্থলী ও গলার সংযোগস্থলে অর্থাৎ জিই জংশনে একটি পলিপ রয়েছে। জিই জংশনে পলিপ বলতে একটি অস্বাভাবিক টিস্যুর বৃদ্ধিকে বোঝায়, যা সাধারণত খাদ্যনালীর নিচের দিকে এবং পাকস্থলীর উপরিভাগের সংযোগস্থলে হয়। যার দৈর্ঘ্য ছিল ১০১ সেমি। গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডাঃ পাল মহিলার এন্ডোস্কোপি করেন এবং লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার মাধ্যমে এই পলিপ অস্ত্রোপচার করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারে কোনও ধরনের ছুরি-কাঁচির দরকার হয় না। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে এসএস ব্লকে রাজ্যে সদ্য চালু হওয়া সিভি ১৯০ এন্ডোস্কপি মেশিনের সাহায্যে এই অস্ত্রোপচার করা হয়।

এক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে এদিনই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে মহিলা সুস্থ আছে এবং খাওয়া-দাওয়া করতে উনার কোন অসুবিধা হয় না এবং বমি ও শ্বাসকষ্টের মতো এখন আর কোন উপসর্গও নেই। গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডাঃ পাল জানান এই ধরনের অস্ত্রোপচারে অন্য যে কোন বেসরকারি হাসপাতালে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মহিলার এই অস্ত্রোপচার করা হয়। রোগীর কোন টাকা পয়সা খরচ হয়নি। তবে মহিলার দ্রুত এই সমস্যার চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার না করালে তা ক্যান্সারে পরিণত হবার সম্ভাবনা ছিল।

মহিলার পরিবার পরিজনেরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠায় গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডাঃ শুভদীপ পাল সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

# বর্ডার গোল চক্করে অশান্তি, সদর এসডিপিও -এর নিকট ডেপুটেশন বাম ছাত্র যুবদের

আগরতলা, ১১ নভেম্বর: বর্ডার গোল চক্করে অশান্তির ঘটনায় সরব হল বাম ছাত্র যুব সংগঠন। মঙ্গলবার সদর এসডিপিও -এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, রামনগর লোকাল কমিটি। বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় অশান্তিকর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন বাম ছাত্র যুবকরা। এদিন সদর এসডিপিও-র নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন তারা।

নেতৃত্বরা জানান, গত দুই-তিন দিন ধরে ওই এলাকায় ধারাবাহিকভাবে অশান্তির ঘটনা ঘটছে যা স্থানীয়দের শান্তি-সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, যদি দ্রুত তৎপর ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক রূপ নেবে এবং সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়তে পারে। রামনগর লোকাল কমিটির প্রতিনিধিরা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক সম্প্রীতি উদ্ধার করা জরুরি। জেলা প্রশাসন যেন অতি দ্রুত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার দাবি জানানো হয়েছে।

## নিলিট আগরতলা পরিদর্শনে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব এস কৃষ্ণান আজ নিলিট (এন.আই.ই.এল.আই.টি.) আগরতলা পরিদর্শন করেন। তিনি রাজ্য সরকারের তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নেক্সট জেনারেশন ইনকিউবেশন নেটওয়ার্ক প্রকল্পের অধীনে শুরু হওয়া স্টার্ট আপ ইনোভেশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি.ই.আর.টি.-এর

# মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ৮ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি

আগরতলা, ১১ নভেম্বর : ২২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদান সহ আট দফা দাবিতে সরব হয়েছে গভমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। আজ ওরিয়েন্ট চৌমুহনী সামনে জমায়েত হয়ে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পেশ করেছেন।

গভমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরার এক সদস্য জানান, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন প্রাপ্য সুবিধা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁদের দাবিগুলো হল, ৭ম পে কমিশন কার্যকরি করা, ২২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদান, নূন্যতম ৯ হাজার টাকা পেনশন দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং পেনশনভোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা সহ আট দফা দাবি জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, যদি দ্রুত তাদের দাবিগুলি মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। গভমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা-এর নেতারা আশা করছেন, মুখ্যমন্ত্রী স্মারকলিপিটি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের দাবির বাস্তবায়ন ঘটবে।

## মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে সস্ত্রীক পূজার্চনা করলেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল

আগরতলা, ১১ নভেম্বর : আজ সকালে উদয়পুরের ঐতিহ্যবাহী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে সস্ত্রীক পূজার্চনা করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যিষ্ণু দেববর্মা। এদিন মন্দিরে মায়ের দর্শন ও পূজা দিয়ে তিনি দেশ ও রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন।

মন্দির প্রাঙ্গণে আগমনকালে রাজ্যপাল দম্পতিকে স্বাগত জানান মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। পূজার পর তিনি মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মন্দিরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় তাদের প্রশংসা জানান।

পূজার শেষে রাজ্যপাল যিষ্ণু দেববর্মাকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী আমাদের রাজ্যের শক্তি ও ঐক্যের প্রতীক। তাঁর আশীর্বাদে ত্রিপুরা ও সমগ্র দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাক এই কামনাই করেছি।

## ৭২ তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে আজ এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: ৭২ তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে আজ এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মার্ক ফেডের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব। ৭২তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষ্যে সমবায় দপ্তর এবং সমবায় সমিতি সমূহের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। রক্ত দান শিবিরের শুভ সূচনা করলেন মার্ক ফেডের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সচিব তাপস রায় ও সমবায় দপ্তরের অধিকর্তা দশরথ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

## কল্যাণপুরের হলি জি প্রেয়ার প্রাইভেট স্কুলে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ নভেম্বর: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য দপ্তরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, গত ১০ নভেম্বর, ২০২৫ খোয়াই জেলার কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে পশ্চিম কল্যাণপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের অন্তর্গত হলি "জি প্রেয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে মোট ৬৭ জন ছাত্রছাত্রী এবং আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণের জন্য যেমন ডায়াবেটিস, রক্তাল্পতা, দাঁতের ক্ষয়, এবং উচ্চ রক্তচাপের স্ক্রিনিং করা হয়।

এছাড়া, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক ডাঃ সুপ্রিয় বর্মন এবং চিকিৎসক ডাঃ হিলিয়ন দেববর্মা, যারা দাঁত ও মাড়ির যত্নের গুরুত্ব, মানসিক চাপ মোকাবিলা এবং রোগ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার আইচুক দেববর্মা, ল্যাব টেকনিশিয়ান আশরী দেববর্মা, ফার্মাসিস্ট প্রিয়াঙ্কা দাস, মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার বরুণ দেববর্মা এবং মাল্টিপারপাস সুপারভাইজার বিপুল দেববর্মা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকার জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা করে তোলা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রদান করা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 11-11-2025, 23:50